

## গণঅভূয়থানের কথা সংকলিত

### গদ্যটির মূলকথা

শাসকশ্রেণি যখন সুশাসন বাদ দিয়ে অত্যাচারী হয়ে ওঠে, তখন নির্যাতিত-নিপীড়িত জনতা বিদ্রোহ করে; শাসক এবং শাসন পদ্ধতির বিরুদ্ধে শুরু করে আন্দোলন-সংগ্রাম। সর্বস্তরের মানুষের আন্দোলনের মুখে বৈরশাসক যখন গণদাবি মেনে নেয় বা ক্ষমতা থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়, তখন আমরা সে আন্দোলনকে বলি গণঅভূয়থান। বাংলাদেশের নিকট ইতিহাসে তিনটি বড় গণঅভূয়থান সংঘটিত হয়েছে— ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের, ১৯৯০ সালে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের এবং ২০২৪ সালে শেখ হাসিনার শাসনের বিরুদ্ধে। ১৯৬৯ ও ১৯৯০ সালের আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর হাতে, কিন্তু ২০২৪ সালের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে শিক্ষার্থীরা। সহস্র মানুষের জীবনের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে জনতার বিজয়।



কিন্তু বৈরশাসকের পতনই শেষ কথা নয়। সুন্দর, সমৃদ্ধ ও মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হলে দেশের প্রত্যেক নাগরিককে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আত্মরিক হতে হবে; তাহলেই শহিদ ও আহতদের ত্যাগ সার্থক হবে।

### গদ্যটির শিখনফল : গদ্যটি অনুশীলন করে আমি—

- শিখনফল-১ : শিক্ষার্থীর গণবিরোধী শাসকের প্রতিবাদ সম্পর্কে জানতে পারব।
- শিখনফল-২ : শোষিত জনতার প্রতিবাদ সম্পর্কে জানতে পারব।
- শিখনফল-৩ : রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য উপলব্ধি করতে পারব।
- শিখনফল-৪ : নাগরিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারব।
- শিখনফল-৫ : অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার স্পৃহা তৈরি করতে পারব।
- শিখনফল-৬ : দেশরক্ষায় সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সম্মিলিত প্রয়াস সম্পর্কে জানতে পারব।
- শিখনফল-৭ : বাংলাদেশ শাসনব্যবস্থার ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারব।
- শিখনফল-৮ : দেশের জন্য আত্মানকারীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিখব।

### পাঠের উদ্দেশ্য

এ প্রবন্ধ পাঠ করে শিক্ষার্থীরা গণবিরোধী শাসকদের শাসন ও শোষিত জনতার প্রতিবাদ সম্পর্কে জানতে পারবে। রাষ্ট্রে নাগরিকের দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কেও শিক্ষার্থীরা সচেতনতা অর্জন করবে।

### শব্দার্থ ও টীকা

#### পাঠ-১ : বোর্ড বইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'সাহিত্য-কণিকা' বইটি দেখ)

#### পাঠ-২ : বোর্ড বইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

গণঅভূয়থান — গণজাগরণ।

আদিকাল — অতি প্রাচীনকাল।

সাধন — সম্পাদন, নিষ্পাদন।

পর্যবেক্ষণ — অভিনিবেশ সহকারে দর্শন, পরিদর্শন।

উদাসীন — নিরপেক্ষ, অনাসন্তু, নির্লিঙ্গ, বৈরাগী।

পুটতরাজ — ব্যাপক লুঠন বা ডাকাতি।

- |           |   |
|-----------|---|
| বিদ্রোহ   | — প্রচলিত ব্যবস্থার বিরোধিতা।   |
| ষড়যন্ত্র | — অন্যের ক্ষতি করার জন্য গুণ্ড ছুরাত।   |
| আত্মত্যাগ | — পরের মঙ্গলের জন্য নিজ স্বার্থ ত্যাগ।  |
| দুর্ভিক্ষ | — প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোনো কারণে এমন খাদ্যাভাব যাতে ভিক্ষা পাওয়াও কষ্টসাধ্য। |
| হতাহত     | — নিহত ও আহত।   |
| অধিষ্ঠিত  | — অবস্থিত, অধ্যুষিত।  |
| নেরাজ্য   | — অরাজকতা, যথেচ্ছাচার।  |
| শাহাদত    | — সত্য ও ন্যায়সংগত অধিকার আদায়ের জন্য প্রাণ উৎসর্গ।                               |

### বানান সতর্কতা

নিচের শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই—

শান্তিশৃঙ্খলা	লিপ্তি	সর্বস্তরের	গণঅভূয়থান	সম্প্রতি	ষড়যন্ত্র	বাণিজ্য	শ্রমিক	আত্মত্যাগ	স্থাপিত
স্বাধীন	সর্বক্ষেত্রে	বৈরশাসন	বিক্ষেপ	ঝুঁক্যবস্থ	রাষ্ট্র	পরিস্থিতি	ব্যবস্থা	পন্থা	শিক্ষার্থী



## অনুশীলন



সেৱা প্ৰস্তুতিৰ জন্য 100% সঠিক ফৰম্যাট অনুসৰণে  
বহুনিৰ্বাচনি ও সৃজনশীল প্ৰশ্নোভৰ

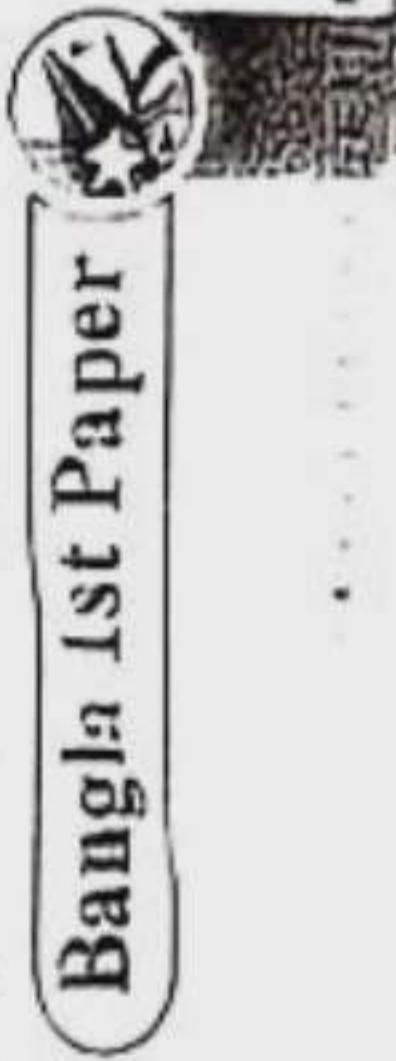
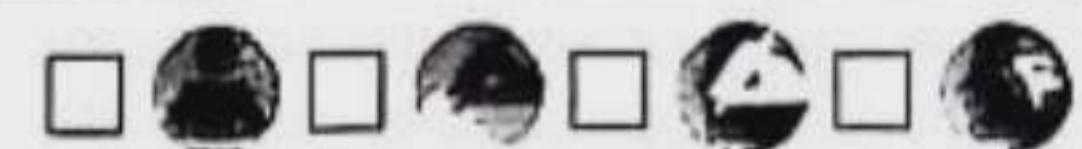
প্রিয় শিক্ষার্থী, গদ্যটিতে সংযোজিত প্রশ্নোত্তরসমূহকে অনুশীলনী, বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল অংশে বিভক্ত করে শিখনফলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে প্রশ্নোত্তরসমূহ ভালোভাবে থ্র্যাকটিস কর।



## অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর



## পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি



## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও :



[সূত্র : পাঠ্যবইয়ের পাঠ্যন উদ্দেশ্য, পৃষ্ঠা-76]

## ସୁଜନଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଉତ୍ତର

**প্রশ্ন ০১** ১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই ফরাসি রাজতন্ত্রের দমননীতির প্রতীক বাস্তিল দুর্গের পতনের মধ্য দিয়ে ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয়। রাজপুরুষদের দুঃখাসনের বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদ করতে তাদের এই বাস্তিল দুর্গ বন্দি করে নির্যাতন করা হতো। শত শত বছরের সেইসব নির্যাতন, নিপীড়ন, সামাজিক বঞ্চনা, অর্থনৈতিক অনাচারসহ বহুমাত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে এই বিপ্লব ছিল ভুগ্নভোগী সাধারণ মানুষের পুঁজীভূত ক্ষেত্রের বহিঃপ্রকাশ। দার্শনিক ঝঁ-জ্যাক রুশো ছিলেন এই আন্দোলনের মূল প্রবক্তা; আর ফরাসি বিপ্লবকে সফল করেছে ব্যবসায়ী, কারিগর, কৃষক-শ্রমিকসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার দরিদ্র মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ। অনেক মৃত্যুর বিনিময়ে জনতার জয় হয়, ফ্রান্স মুক্তি পায় রাজতন্ত্রের কবল থেকে।

৬. ১৯ গণ পাই উন্নয়ন করে খেলা। ১০-১৫%।

৭. ‘গণঅভ্যর্থন’ বলতে কী বোঝায়?

৮. উদ্দীপকের ‘ফরাসি বিপ্লব’ কী ধরনের আন্দোলন? তোমার  
পাঠ্য ‘গণঅভ্যর্থনের কথা’ প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

৯. উদ্দীপকের ফরাসি বিপ্লবে আন্দোলনকারীদের ভূমিকার সঙ্গে  
‘গণঅভ্যর্থনের কথা’ প্রবন্ধে উল্লিখিত বাংলাদেশের তিনটি  
গণঅভ্যর্থনের আন্দোলনকারীদের ভূমিকার তুলনা কর। ৪

୧୯୮ ପ୍ରଶ୍ନାର ଉତ୍ତର

► ଶିଖନଫୁଲ ୯

- ক** • ১১ দফা দাবি উত্থাপন করে 'ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ'।
  - ব** • শাসক যখন তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে জনগণের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে, তখনই জনগণ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে এবং গণঅভ্যর্থনা ঘটায়।

- ০ একটি আন্দোলনের সঙ্গে যখন সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করে শাসককে তাদের দাবি মেনে নিতে বা শ্রমতা থেকে সরে যেতে বাধ্য করে, তাকেই বলে গণঅভ্যর্থন। এটি একটি সামাজিক বা রাজনৈতিক আন্দোলন, যেখানে জনগণ তাদের মৌলিক অধিকার, ন্যায্যতা বা অন্য কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য বিদ্রোহ করে থাকে। জনগণের বিশাল অংশ, যেমন— শ্রমিক, ছাত্র, সাধারণ মানুষ, সরকার বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি এতে অংশ নিয়ে থাকে। বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৬৯, ১৯৯০ ও ২০২৪ সালে এমন গণঅভ্যর্থন ঘটেছিল।

**গ** ০ উদ্বীপকের ফরাসি বিপ্লব ছিল শোষণমুক্তির জন্য প্রতিবাদী আন্দোলন। এটি ছিল সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের লড়াই।

• যুগে যুগে বিভিন্ন সময় পৃথিবীতে যত আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে, সেগুলোর পিছনে কিছু সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। যখন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অবিচার, দুর্নীতি বা মানবাধিকার লঙ্ঘন অনুভব করে, তখনই তারা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই করে। প্রয়োজনে শত্রুর বুলেটের সামনে বুক পেতে দাঁড়াতেও বিধাপ্রস্তু হয় না।

‘গণঅভূয়খানের কথা’ প্রবন্ধের মূল বিষয় ছিল সকল প্রকার অন্যায়-অত্যাচার, নির্যাতন ও বৈষম্য থেকে মানুষের মুক্তির জন্য প্রতিবাদ। যুগ যুগ ধরে অত্যাচারিত, শোষিত সাধারণ জনগণ তাদের অধিকার আদায়ের জন্য মাঠে নেমে কীভাবে গণঅভূয়খান ঘটিয়েছিল তার স্বরূপ এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

৩ উদ্বীপকের 'ফরাসি বিপ্লব'টিও ছিল তেমনই এক প্রতিবাদী সংগ্রাম।  
রাজপুরুষদের দ্বারা শত শত বছর ধরে নির্যাতিত, শোষিত সাধারণ  
মানুষের ক্ষেত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এখানে। দেশের সর্বস্তরের নানা  
শ্রেণি-পেশার মানুষ এতে অংশ নেয়। বাংলাদেশের গণঅভ্যাসানে  
যেমন ছাত্র-জনতার রক্তের বিনিয়য়ে স্বৈরাচারী সরকারের পতন  
ঘটানো হয়, তেমনই 'ফরাসি বিপ্লবেও অনেক মৃত্যুর বিনিয়য়ে জনতার  
জয় হয়, রাজতন্ত্রের কবল থেকে ফ্রাস মুক্ত হয়। তাই ফরাসি বিপ্লব  
মানব ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত।

ঘ ০ উদ্বীপকের ফরাসি বিপ্লবের আন্দোলনকারীদের ভূমিকার সঙ্গে 'গণঅভ্যানের কথা' প্রবন্ধে উল্লিখিত বাংলাদেশের তিনটি গণঅভ্যানে আন্দোলনকারীদের ভূমিকার সাদৃশ্য রয়েছে।

ও সমাজে যখন অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায়, শাসকগোষ্ঠী জনগণের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়, তখনই জনগণ জেগে ওঠে। অধিকার আদায়ের জন্য তারা রাষ্ট্রায়নে আসে। দৌর্ঘ্যদিলের ক্ষেত্রে বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে তারা শোষণকারী শাসকগোষ্ঠীকে নির্যুল করে।

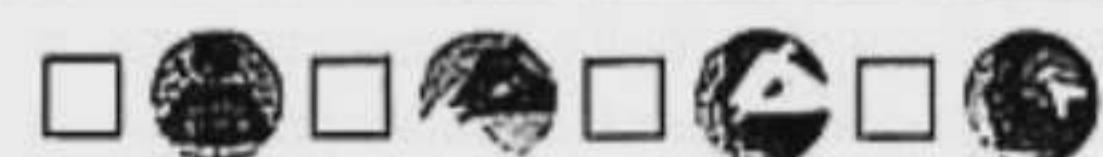
০ দেশের যেকোনো ক্রান্তিকালে ছাত্র-জনতার ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। দেশের শাসকগোষ্ঠী যখন বৈরাচারী হয় তখন দীর্ঘদিনের শোষণে অতিষ্ঠ জনতা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করে। তারা বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় একতাবন্ধ ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠত হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে এমনই তিনটি বড় গণঅভ্যর্থনা হয়— ১৯৬৯, ১৯৯০ ও ২০২৪ সালে। ১৯৮৯ সালে সংঘটিত 'ফরাসি বিপ্লব'ও ছিল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। অত্যাচারী শোষকগোষ্ঠীর হাত থেকে বাঁচার জন্য ছাত্র-জনতা নেমে এসেছিল রাস্তায়।

- উদীপকের ফরাসি বিপ্লবের আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বাংলাদেশের গণঅভ্যর্থনার আন্দোলনকারীদের সাদৃশ্য রয়েছে। ফরাসি বিপ্লবের সময় অত্যাচারী রাজপুরুষদের বিরুদ্ধে দেশের সাধারণ মানুষ পথে নেমে আসে। তাদের দমন করার জন্য শাসকেরা বাণিজ দুর্গে বন্দি করে তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। কলে দেশের সব মানুষ ক্ষেত্রে ফেটে পড়ে এবং দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। তেমনই বাংলাদেশেও তিনটি অভ্যর্থন ঘটে। ছাত্ররা শুরুতে প্রতিবাদ করলে

তাদের ওপর স্বৈরাচারী শাসক গুলি চালিয়ে আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করে। ফলে দীর্ঘদিনের শোষিত, নির্যাতিত সাধারণ জনতাও মাঠে নামে। ছাত্র-জনতার সমিলিত প্রতিবাদ-প্রতিরোধে কোণঠানা স্বৈরাচারী শাসক হার মানতে বাধ্য হয়। অনেক প্রাণের আক্রমণিদানে স্বৈরাচারমুক্ত হয় দেশের মানুষ। তাই বলা যায়, উদ্বীপকের ক্রাসি বিপ্লবের আন্দোলনকারীরা যেন বাংলাদেশের তিনটি গণতান্ত্র্যথানের আন্দোলনকারীদেরই প্রতিরূপ।

# গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

## টপিকের ধারায় প্রতীত



 সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

মুলপাঠ ► পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 73

- |     |   |  |  |  |   |   |
|-----|---|--|--|--|---|---|
| ২৭. | আইয়ুব খান-বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদের গঠিত সংগঠনের নাম কী ছিল?                | ক) কংগ্রেস<br>গ) ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ                            | খ) জাতীয় ছাত্রকুণ্ঠ<br>ঘ) বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন                  | ৪৩. কে জোর করে নির্বাচিত সরকারকে সরিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রস্বত্ত্ব দখল করেছিল? | ক) জেনারেল নিয়াজি<br>গ) ইয়াহিয়া খান                | খ) আইয়ুব খান<br>ঘ) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ  |
| ২৮. | ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ কত দফা দাবি উত্থাপন করেছিল?                              | ক) ৬ দফা<br>গ) ২১ দফা  | খ) ১১ দফা<br>ঘ) ২৪ দফা   | ৪৪. জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ কত সালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রস্বত্ত্ব দখল করেন?  | ক) ১৯৮১ সালে<br>গ) ১৯৯০ সালে                          | খ) ১৯৮২ সালে<br>ঘ) ১৯৯১ সালে  |
| ২৯. | ৬৯-এর গণআন্দোলনে কাদের কথা জোরালোভাবে উচ্চারিত হয়?                         | ক) সরকারের কথা<br>গ) বিরোধী দলের কথা                           | খ) সমাজের কথা<br>ঘ) মেহনতি মানুষের মুক্তি কথা                          | ৪৫. হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ কত বছর শ্বেতায় ছিলেন?                                | ক) ৮ বছর<br>গ) ১০ বছর                                 | খ) ৯ বছর<br>ঘ) ১১ বছর   |
| ৩০. | আন্দোলন দমন করতে পুলিশ কী করেছিল?   | ক) লাঠিচার্জ করেছিল<br>গ) গ্রেফতার করেছিল                      | খ) মারধর করেছিল<br>ঘ) গুলি চালিয়েছিল                                  | ৪৬. জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ কেমন শাসনব্যবস্থা কার্যম করেন?                | ক) প্রজাতান্ত্রিক<br>গ) গণতান্ত্রিক                   | খ) রাজতান্ত্রিক<br>ঘ) বৈরাগ্যাসক এরশাদের আমলে বাংলাদেশের সাধারণ চিত্র কেমন ছিল? |
| ৩১. | '৬৯-এর আন্দোলনে কোন ছাত্রনেতা শহিদ হন?                                      | ক) আসাদ<br>গ) বরকত   | খ) আবু সাঈদ<br>ঘ) রফিক   | ৪৭. বৈরাগ্যাসক এরশাদের আমলে বাংলাদেশের সাধারণ চিত্র কেমন ছিল?                  | ক) সমন্বিতালী দেশ<br>গ) বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা        | খ) শান্তিপূর্ণ পরিবেশ<br>ঘ) দুর্নীতি ও সন্ত্রাসবহুল                             |
| ৩২. | '৬৯-এর আন্দোলনে শহিদ শিক্ষক শামসুজ্জোহা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন?  | ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়<br>গ) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়          | খ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়<br>ঘ) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়                 | ৪৮. এরশাদের শ্বেতায় দখলের পর প্রথম কখন সারা দেশে বিক্ষেপ গ্রহণ করেছে?         | ক) সাদরে গ্রহণ করেছে<br>গ) আংশিক মেনে নিয়েছে         | খ) অধিকাংশই মেনে নিয়েছে<br>ঘ) মেনে নেয়নি                                      |
| ৩৩. | '৬৯-এর আন্দোলনে শহিদ শিক্ষক শামসুজ্জোহা কোন মাঝের নাম কী?                   | ক) লতিফা বানু<br>গ) আনোয়ারা বেগম                              | খ) হাসনা বানু<br>ঘ) মরিয়ম খাতুন                                       | ৪৯. এরশাদের শ্বেতায় দখলের পর প্রথম কখন সারা দেশে বিক্ষেপ গ্রহণ করেছে?         | ক) ১৯৮২-৮৩ সালে<br>গ) ১৯৮৪-৮৫ সালে                    | খ) ১৯৮৩-৮৪ সালে<br>ঘ) ১৯৮৯-৯০ সালে  |
| ৩৪. | কাদের আত্মত্যাগ ও অংশগ্রহণের ফলে ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান সফল হয়?              | ক) সরকার পক্ষের<br>খ) দলীয় লোকজনের<br>ঘ) সেনাবাহিনী ও পুলিশের | খ) ছাত্র-শিক্ষক আর মেহনতি মানুষের<br>ঘ) ছাত্র-শিক্ষক আর মেহনতি মানুষের | ৫০. শুরুতে বৈরাগ্যাসক এরশাদবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম পীঠস্থান ছিল কোনটি?         | ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়<br>গ) কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়  | খ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়<br>ঘ) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়                        |
| ৩৫. | কাদের আত্মত্যাগ ও অংশগ্রহণের ফলে ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান সফল হয়?              | ক) সরকার পক্ষের<br>খ) দলীয় লোকজনের<br>ঘ) সেনাবাহিনী ও পুলিশের | খ) ছাত্র-শিক্ষক আর মেহনতি মানুষের<br>ঘ) ছাত্র-শিক্ষক আর মেহনতি মানুষের | ৫১. ১৯৮৩-৮৪ সালের এরশাদবিরোধী আন্দোলনের কোন ছাত্রনেতা হতাহত হন?                | ক) রফিক-শফিক<br>গ) সালাম-বরকত                         | খ) আসাদ-নূর হোসেন<br>ঘ) সেলিম-দেলোয়ার  |
| ৩৬. | '৬৯-এর আন্দোলনের ফলে কে পদত্যাগ করেন?                                       | ক) ইয়াহিয়া খান<br>গ) লিয়াকত আলী খান                         | খ) আইয়ুব খান<br>ঘ) মোহাম্মদ আলী জিমাহ                                 | ৫২. বিতীয়বার এরশাদবিরোধী আন্দোলন শুরু হয় কত সালে?                            | ক) ১৯৮২ সালে<br>গ) ১৯৮৫ সালে                          | খ) ১৯৮৩ সালে<br>ঘ) ১৯৮৭ সালে  |
| ৩৭. | কোন অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল? | ক) ১৯৬৯-এর অভ্যুত্থান<br>গ) জুলাই অভ্যুত্থান                   | খ) ১৯৯০-এর অভ্যুত্থান<br>ঘ) ১৯৮৭-এর অভ্যুত্থান                         | ৫৩. বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক'- কথাটি কে বুকে-পিটে লিখে শহিদ হন?  | ক) শহিদ নূর হোসেন<br>গ) শহিদ আসাদ                     | খ) শহিদ বরকত<br>ঘ) শহিদ সালাম   |
| ৩৮. | কীসের বিনিয়য়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছিল?                              | ক) রস্ত ও ত্যাগের বিনিয়য়ে<br>গ) সমান সুযোগের বিনিয়য়ে       | খ) অর্থের বিনিয়য়ে<br>ঘ) রাষ্ট্রীয় মর্যাদার বিনিয়য়ে                | ৫৪. নূর হোসেন কীভাবে শহিদ হন?  | ক) এরশাদের নির্যাতনে<br>গ) পুলিশের গুলিতে             | খ) বোমা হামলার<br>ঘ) পাকবাহিনীর গুলিতে  |
| ৩৯. | স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ কেমন হওয়ার কথা ছিল?                                 | ক) বৈষম্যমুক্ত<br>গ) বৈরাচারবিরোধী                             | খ) সুজলা-সুফলা<br>ঘ) বৈরাচারী  | ৫৫. এরশাদ সরকার কীভাবে তার পতন টেকাতে সক্ষম হয়?                               | ক) সরকার-বিরোধীদের হত্যা করে<br>খ) ছলনার মাধ্যমে      | খ) শহিদ বরকত<br>ঘ) শহিদ সালাম   |
| ৪০. | স্বাধীনতার পর এদেশের মানুষের আবার কী শুরু হয়?                              | ক) বৃপ্তপূরণ<br>গ) সুন্দর জীবনব্যাপন                           | খ) আশাভঙ্গ<br>ঘ) সুবিচার প্রতিষ্ঠা                                     | ৫৬. কখন এরশাদবিরোধী আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে?                                    | ক) জনতার সকল দাবি পূরণ করে<br>খ) কিছু দাবি মেনে নিয়ে | খ) শহিদ বরকত<br>ঘ) শহিদ সালাম   |
| ৪১. | স্বাধীনতার পর এদেশের মানুষ আবার সর্বক্ষেত্রে কী হতে থাকে?                   | ক) সুবিচারপ্রাপ্ত<br>গ) সমতাধিকার প্রাপ্ত                      | খ) বৈষম্যহীন<br>ঘ) অধিকারবঙ্গিত  | ৫৭. এরশাদবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তীব্র হয় কীভাবে?                              | ক) ডাক্সু নির্বাচনের পর<br>গ) জাতীয় নির্বাচনের পর    | খ) ছয় দফার পর<br>ঘ) গণহত্যার পর  |
| ৪২. | বাংলাদেশে বিতীয় গণঅভ্যুত্থান ঘটে কত সালে?                                  | ক) ১৯৫৮ সালে<br>গ) ১৯৯০ সালে                                   | খ) ১৯৬৯ সালে<br>ঘ) ২০২৪ সালে   | ৫৮.  |   |   |

৭২. ২০১৮ সালে কোটা সংক্রান্ত আন্দোলনের ফলে সরকার কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিস?  
 ৩. কোটা পুনর্বহাল  
 ৪. কোটা হাসকরণ  
 ৫. কোটা সংক্রান্ত  
 ৬. কোটা বাতিল

৭৩. সরকার আবার কত সালে কোটা ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার কৌশল গ্রহণ করে?  
 ৩. ২০১৮ সালে  
 ৪. ২০২০ সালে  
 ৫. ২০২৩ সালে  
 ৬. ২০২৪ সালে

৭৪. কোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদে ছাত্রমা কোন সংগঠনের ব্যানারে আন্দোলন শুরু করে?  
 ৩. সরকারবিরোধী ছাত্র আন্দোলন  
 ৪. বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন  
 ৫. জাতীয় ছাত্র এক্যজোট  
 ৬. সর্বদলীয় ছাত্র এক্য সংগঠন

৭৫. বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমন করতে সরকার কী ব্যবস্থা গ্রহণ করে?  
 ৩. সমঝোতার নীতি  
 ৪. ক্ষমতা ছেড়ে দেয়  
 ৫. দাবি মেনে নেয়  
 ৬. নির্ধারিত ও হত্যাবজ্ঞ

৭৬. কঠোর দমনপীড়ন সঙ্গেও ছাত্র-জনতা কীভাবে আন্দোলন চালিয়ে যায়?  
 ৩. প্রাণভয়ে  
 ৪. বাঁচার তাগিদে  
 ৫. সুদিনের প্রত্যাশায়  
 ৬. দেশরক্ষার প্রেরণায়

৭৭. বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে দুহাত প্রসারিত করে বুকে বুলেট নিয়ে প্রথম মৃত্যুবরণ করেন কে?  
 ৩. আবু সাইদ  
 ৪. মীর মুঢ়  
 ৫. ফারহান ফাইয়াজ  
 ৬. তাহমিদ ভূইয়া

৭৮. রাজপথে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের পানি বিতরণ করতে করতে নিহত হন কোন শিক্ষার্থী?  
 ৩. জাহিদ  
 ৪. ফাহিম  
 ৫. তাহমিদ  
 ৬. মুঢ়

৭৯. আন্দোলনের মুখে টিকতে না পেরে শেখ হাসিনা পালিয়ে কোথায় চলে যান?  
 ৩. ভারতে  
 ৪. পাকিস্তানে  
 ৫. যুক্তরাজ্যে  
 ৬. যুক্তরাষ্ট্রে

৮০. বাংলাদেশের গণঅভ্যানের এক নতুন ইতিহাস কীভাবে তৈরি হয়?  
 ৩. গণতান্ত্রিক উপায়ে  
 ৪. নির্বাচনের মাধ্যমে  
 ৫. ছাত্র আন্দোলন সফল হয়ে  
 ৬. আন্দোলনে পরাজয় হলে

৮১. আগের দুই অভ্যানের সঙ্গে এবারের অভ্যানের বড় পার্শ্বক কোনটি?  
 ৩. রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব ছিল  
 ৪. রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব ছিল না  
 ৫. জনসাধারণের অংশগ্রহণ  
 ৬. শিক্ষার্থীদের একক অংশগ্রহণ

৮২. ২০২৪ সালের জুলাই অভ্যান পরিচালনা করেছে কারা?  
 ৩. শিক্ষার্থীরা  
 ৪. জনগণ  
 ৫. সরকার  
 ৬. বিরোধী দল

৮৩. মানুষ কোন আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে আন্দোলনে জীবন দিল?  
 ৩. বৈষম্যপূর্ণ সমাজ  
 ৪. বৈষম্যহীন সমাজ  
 ৫. রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা  
 ৬. অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা

৮৪. কীসের ভিত্তিতে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে?  
 ৩. ধর্মের ভিত্তিতে  
 ৪. ভিন্ন মতের ভিত্তিতে  
 ৫. ব্যক্তিগত ইচ্ছার ভিত্তিতে  
 ৬. সমঝোতার ভিত্তিতে

৮৫. ২০২৪-এর শহিদ ও আহতদের আস্তদান কখন সার্ধক হবে?  
 ৩. সবাই পড়াশোনা করলে  
 ৪. সবাই চাকরি পেলে  
 ৫. নতুন সরকার গঠন করলে  
 ৬. অন্যায় ও বৈষম্য দূর হলে

শব্দর্থ ও টীকা ▶ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 76

৮৬. যেখানে সকলের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হয় তাকে কী বলে?  
 ① অন্তর্ভুক্তিকালীন      ④ অন্তর্ভুক্তিমূলক  
 ② ③ অন্তর্ভুক্ত      ⑤ অন্তর্ভুক্ত
৮৭. প্রচলিত আইন বা স্থানীয়তির তোমাকা না করে ইচ্ছামতো রাষ্ট্রে  
 পরিচালনাকে কী বলে?  
 ① বৈরশাসন      ④ অপশাসন  
 ② ③ আইন-বহির্ভূত      ⑤ সাম্বৰ্ধ্য আইন
৮৮. 'কারফিউ' শব্দের অর্থ কী?  
 ① সূর্যাস্ত আইন      ④ বৈতব্যবস্থা  
 ② ③ আইন-বহির্ভূত      ⑤ সাম্বৰ্ধ্য আইন

পাঠের উদ্দেশ্য ▶ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 76

৮৯. 'গণঅভ্যর্থনের কথা' প্রবন্ধ পাঠের উদ্দেশ্য কী?  
 ① বাংলাদেশের ইতিহাস জানা  
 ② শোষিত জনতার প্রতিবাদ সম্পর্কে জানা  
 ③ দেশের উন্নয়ন সম্পর্কে জানা  
 ④ ছাত্রদের বীরত্ব সম্পর্কে জানা
৯০. রাষ্ট্রের নাগরিকের দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা  
 কী অর্জন করবে?  
 ① সাম্যতা      ④ সচেতনতা  
 ② ③ বৈষম্যহীনতা      ⑤ মানবতা
৯১. 'গণঅভ্যর্থনের কথা' প্রবন্ধ পাঠ করে শিক্ষার্থীরা গণবিরোধী  
 শাসকদের কী সম্পর্কে জানতে পারবে?  
 ① শাসন      ④ জনকল্যাণ  
 ② ③ উন্নয়ন      ⑤ অবদান

পাঠ-পরিচিতি ▶ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 77

৯২. সুন্দর, সমৃদ্ধ ও মানবিক বাংলাদেশ গড়তে কার দায়িত্ব ও কর্তব্য  
 পালনে আন্তরিক হতে হবে?  
 ① রাষ্ট্রের      ④ সরকারের  
 ② ③ সব নাগরিকের      ⑤ অভিজাত শ্রেণির

বহুপন্দী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৯৩. অতীতে শাসনকাজ পরিচালনা করত—  
 i. রাজা-রানি  
 ii. সম্রাট  
 iii. গণতান্ত্রিক সরকার  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ① ② ③ ④ ⑤
৯৪. শাসকের প্রধান কর্তব্য হলো—  
 i. মানুষের কল্যাণ করা  
 ii. শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা  
 iii. দেশের উন্নতি সাধন করা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ① ② ③ ④ ⑤
৯৫. শাসকরা অনেক সময় হয়ে উঠতে পারে—  
 i. অত্যাচারী  
 ii. দয়ালু  
 iii. দুটোরা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ① ② ③ ④ ⑤

৯৬. অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেলে মানুষ তখন হয়ে ওঠে—

- i. ভীত
  - ii. সংগ্রামী
  - iii. বিদ্রোহী
- নিচের কোনটি সঠিক?  
 ① ② ③ ④ ⑤

৯৭. গণঅভ্যর্থন বলতে বোঝায়—  
 i. শুধু রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ  
 ii. সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ  
 iii. দাবি আদায়ের আন্দোলন

- নিচের কোনটি সঠিক?  
 ① ② ③ ④ ⑤

৯৮. ২০২৪-এর জুলাই মাসের অভ্যর্থনকে বলা হয়—

- i. ছাত্র-জনতার অভ্যর্থন
  - ii. সামরিক অভ্যর্থন
  - iii. জুলাই গণঅভ্যর্থন
- নিচের কোনটি সঠিক?  
 ① ② ③ ④ ⑤

৯৯. উন্নয়নের গণঅভ্যর্থনের প্রধান দাবি হিল—

- i. আইয়ুব খানের পদত্যাগ
  - ii. আগরতলা ঘড়্যন্ত মামলা প্রত্যাহার
  - iii. ছাত্রসমাজের ১১ দফা বাস্তবায়ন
- নিচের কোনটি সঠিক?  
 ① ② ③ ④ ⑤

১০০. আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন—

- i. ছাত্ররা
  - ii. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
  - iii. শেরে বাংলা একে ফজলুল হক
- নিচের কোনটি সঠিক?  
 ① ② ③ ④ ⑤

১০১. আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে জোরালোভাবে উচ্চারিত হয়—

- i. রাজনৈতিক দলের কথা
  - ii. কৃষক-শ্রমিকদের কথা
  - iii. মেহনতি মানুষের মুক্তির কথা
- নিচের কোনটি সঠিক?  
 ① ② ③ ④ ⑤

১০২. উন্নয়নের গণআন্দোলনে শহিদ হন—

- i. সার্জেন্ট জহুরুল হক
  - ii. শিক্ষার্থী মতিযুর
  - iii. শিক্ষক শামসুজ্জোহা
- নিচের কোনটি সঠিক?  
 ① ② ③ ④ ⑤

১০৩. উন্নয়নের গণঅভ্যর্থনের ফলে ঘটে—

- i. রাজবন্দিদের মুক্তি
  - ii. পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা
  - iii. আইয়ুব খানের পদত্যাগ
- নিচের কোনটি সঠিক?  
 ① ② ③ ④ ⑤

১০৪. স্বাধীনতার পর এদেশের মানুষের—

- i. আশাভঙ্গ শুরু হয়
  - ii. সুবিচার মেলে
  - iii. বৈষম্য কমে না
- নিচের কোনটি সঠিক?  
 ① ② ③ ④ ⑤

১০৫. স্বাধীনতার পর এদেশের মানুষের—

- i. আশাভঙ্গ শুরু হয়
  - ii. সুবিচার মেলে
  - iii. বৈষম্য কমে না
- নিচের কোনটি সঠিক?  
 ① ② ③ ④ ⑤

১০৫. হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ রাষ্ট্রসচিবতায় এসে—

- i. গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করেন
- ii. বিরোধী দলের প্রতি নির্যাতন চালান
- iii. ভয়াবহ বৈরশাসন কায়েম করেন

নিচের কোনটি সঠিক?

**গ** ① i. ii ② i. iii ③ ii. iii ④ i. ii. iii

১০৬. নকহয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর দেশের—

- i. বৈষম্য কমেনি
- ii. শিক্ষার পরিবেশ খারাপ হয়েছে
- iii. মানুষের আশাভঙ্গ হয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক?

**ঘ** ① i. ii ② i. iii ③ ii. iii ④ i. ii. iii

১০৭. বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল—

- i. সরকারি-বেসকারি প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থী
- ii. রিকশাওয়ালা, খেটে খাওয়া মানুষ
- iii. শিক্ষক ও অভিভাবক

নিচের কোনটি সঠিক?

**ঘ** ① i. ii ② i. iii ③ ii. iii ④ i. ii. iii

১০৮. জুলাই অভ্যুত্থানে শিক্ষার্থীদের সাথে যুক্ত হয়েছিল—

- i. রাজনৈতিক দল
- ii. সর্বস্তরের মানুষ
- iii. আন্তর্জাতিক সংস্থা

নিচের কোনটি সঠিক?

**ক** ① i. ii ② i. iii ③ ii. iii ④ i. ii. iii

১০৯. ২০২৪-এর আজদান সার্ধক করতে প্রয়োজন—

- i. অন্যায় ও বৈষম্য দূরীকরণ
- ii. ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া
- iii. মানবিক বাংলাদেশ গড়ায় কাজ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

**ঘ** ① i. ii ② i. iii ③ ii. iii ④ i. ii. iii

১১০. নজিরবিহীন কথাটি দ্বারা বোঝায়—

- i. যার নজির নেই
- ii. অভূতপূর্ব
- iii. নজরকড়া

নিচের কোনটি সঠিক?

**ক** ① i. ii ② i. iii ③ ii. iii ④ i. ii. iii

১১১. বৈরাচার শব্দটি দ্বারা বোঝায়—

- i. সদাচার
- ii. স্বেচ্ছাচার
- iii. ইচ্ছামতো আচরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

**গ** ① i. ii ② i. iii ③ ii. iii ④ i. ii. iii

১১২. ‘গণঅভ্যুত্থানের কথা’ প্রবন্ধটি পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে—

- i. শাসকদের অপশাসন
- ii. শোষিত জনতার প্রতিবাদ
- iii. রাষ্ট্রে নাগরিকের দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকার

নিচের কোনটি সঠিক?

**ঘ** ① i. ii ② i. iii ③ ii. iii ④ i. ii. iii

### ক অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১১৩ ও ১১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :  
যেকোনো সমাজের শাসনকাজ সুস্থিতাবে পরিচালনা করার জন্য একজন আদর্শ শাসকের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। একজন আদর্শ শাসকই সবার জন্য ন্যায় ও সুবিচার নিশ্চিত করেন, দেশের পরিস্থিতি ও জনগণের চাহিদা বুঝে সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারেন। যদি দারিদ্র্য, বৈষম্য, সামাজিক অবিচার দূরীকরণে শাসক উদাসীন হন, তখনই গণঅভ্যুত্থানের মতো ঘটনার সূত্রপাত হয়।

১১৩. উদ্দীপক সঙ্গে ‘গণঅভ্যুত্থানের কথা’ প্রবন্ধের মিল হলো—

- i. জনগণের প্রতি শাসকের কর্তব্য
- ii. শাসকের দায়িত্বে অবহেলার পরিণতি
- iii. গণঅভ্যুত্থানের সুফল

নিচের কোনটি সঠিক?

**ক** ① i. ii ② i. iii ③ ii. iii ④ i. ii. iii

১১৪. উদ্দীপক অনুযায়ী একজন শাসকের প্রধান কর্তব্য কী?

ক. শাসনকাজ পরিচালনা করা ৰ. নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা

**ঘ** ৰ. সব মানুষের কল্যাণ করা ৱ. দলীয় গোষ্ঠীর কল্যাণ করা

### ► গুরুত্বপূর্ণ সূজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



### শিখনফলের ধারায় প্রণীত



#### প্রশ্ন ১) বিষয় : বৈরাচার পতনে উল্লাস।

এইচটিএস ৮ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে জালিমশাহির পতনের ঘোষণা দিয়ে বলেছে জালিমশাসক বাশার আল আসাদ দেশ থেকে পালিয়েছেন। সিরিয়া এখন যুক্ত। এর মধ্য দিয়ে একটি অন্ধকার যুগের সমাপ্তি হলো। সূচনা হলো একটি নতুন যুগের। বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবরে জানা গেছে বৈরাচারের বিদায়ে দামেক্ষমহ সিরিয়ার সর্বত্র জনগণ রাস্তায় নেমে উল্লাস প্রকাশ করেছে। স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলে মোগান দিয়েছে। বিদ্রোহীরা বাশার আল আসাদের বাসভবনে চুক্তি ভাংচুর করেছে। [তথ্যসূত্র : দৈনিক ইনকিলাব।] ক. ১৯৬৮ সালের শেষ দিকে দেশজুড়ে বাপক আন্দোলন শুরু হয় কেন? ১ খ. “দুর্নীতি ও সন্ত্রাস ছিল তখনকার বাংলাদেশের সাধারণ চিত্র।”— উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২ গ. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘গণঅভ্যুত্থানের কথা’ রচনার সাদৃশ্য আলোচনা কর। ৩ ঘ. উদ্দীপকটি ‘গণঅভ্যুত্থানের কথা’ রচনার মূলভাবকে কতটা প্রতিফলিত করে? বিশ্লেষণ কর।

#### ১নং প্রশ্নের উত্তর

#### ১ শিখনফল ২

**ক** • ১৯৬৮ সালের শেষ দিকে আইয়ুব খানের পদত্যাগের দাবিতে দেশজুড়ে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়।

**খ** • প্রশ্নোক্তি উক্তিটির মাধ্যমে বৈরাচারী শাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের অপশাসনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

• ১৯৮২ সালে একটি নির্বাচিত সরকারকে জোর করে উৎখাত করে ক্ষমতায় আসেন বৈরাচারী শাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। তার দীর্ঘ নয় বছরের শাসনামলে তিনি দেশবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকারকে হরণ করেন, বিরোধী দলগুলোর ওপর ভয়াবহ নির্যাতন চালান এবং বৈরশাসন কায়েম করেন। ফলে সেই সময় দেশজুড়ে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়। প্রশ্নোক্তি উক্তিটি দ্বারা এ কথাই বোঝানো হয়েছে।

**ঘ** • আন্দোলনের মাধ্যমে বৈরাচারী শাসকের অপশাসনের অবসান ঘটানোর দিক থেকে উদ্দীপকের সঙ্গে ‘গণঅভ্যুত্থানের কথা’ রচনার সাদৃশ্য প্রতীয়মান হয়।

• বাঙালিরা চিরকালই মাধীনচেতা। তা সঙ্গেও বারবার এ জাতিকে পরাধীনতা ও বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে। তবে দৃঢ়চেতা বাঙালি জাতি প্রতিবারই সেসব অপশক্তিকে শক্ত হাতে মোকাবিলা করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় গণমানুষের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে তারা ২০২৪-এর আন্দোলনে অংশ নেয় এবং বিজয়ী হয়।

• উদ্দীপকে সিরিয়ার বৈরাশাসক প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের কথা বলা হয়েছে। তার অপশাসনের বিরুদ্ধে সেই দেশে এক বিরাট আন্দোলন-সংগ্রাম দানা বাঁধে। পরিশেষে বিদ্রোহীদের কাছে নতি স্থাকার করে তিনি পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। একইভাবে 'গণঅভ্যাসনের কথা' রচনায়ও ২০২৪-এর গণঅভ্যাসনের প্রেক্ষাপটে বৈরাচারী সরকারের দৃঃশ্যাসনের অবসান এবং তার পালিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এসব ঘটনার মাধ্যমে এই দুই দেশের মানুষ তাদের অপশাসনের হাত থেকে মুক্ত পায়। এ দিক থেকে উদ্দীপকের সঙ্গে আলোচ্য রচনার সাদৃশ্য প্রতীয়মান হয়।

**ঘ:** • উদ্দীপকটি 'গণঅভ্যাসনের কথা' রচনার মূলভাব আংশিক প্রতিফলিত করে।

• আমাদের দেশে বিভিন্ন সময়ে শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে নানা আন্দোলন-সংগ্রাম হয়েছে। এসব আন্দোলন-সংগ্রামে এদেশের সব শ্রেণি ও পেশার মানুষ অংশ নিয়েছিল। অপশক্তির বিরুদ্ধে তারা ঐক্যবন্ধ হয়ে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলে দেশ ও মানুষকে শোষণমুক্ত করেছিল।

• উদ্দীপকে সিরিয়ার পলাতক প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের প্রসঙ্গ এসেছে। তেমন জনসমর্থন না থাকার পরও তিনি এক রকম জোর করেই রাস্তুক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের আন্দোলন-সংগ্রামের মুখে তিনি পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। বিদ্রোহীদের একটি গ্রুপ দাবি করেছে, এর মাধ্যমে অন্ধকার যুগের অবসান হয়ে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে।

• 'গণঅভ্যাসনের কথা' রচনায় ২০২৪-এর ছাত্র-জনতার অভ্যাসনের প্রেক্ষাপটে বৈরাশাসকের পতনের মধ্য দিয়ে দৃঃশ্যাসনের অবসান এবং ছাত্র-জনতার বিজয়ের কথা ফুটে উঠেছে। একইভাবে উদ্দীপকেও সিরিয়ার বৈরাচারী শাসক বাশার আল-আসাদের পতন এবং তার পালিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে 'গণঅভ্যাসনের কথা' রচনায় এ বিষয়টি ছাড়াও ১৯৬৯, ১৯৯০ এবং ২০২৪-এর গণঅভ্যাসন সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত বিবরণ এসেছে, যেগুলো উদ্দীপকে নেই। তবুও যোটা দাগে উদ্দীপকটি আলোচ্য রচনার অনুগামী। সেই বিবেচনায়, উদ্দীপকটি এ রচনার মূলভাব আংশিক প্রতিফলিত করে।

### প্রশ্ন ০২. বিষয় : বৈরাচারের পতন ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

১৯৯০ সালের গণঅভ্যাসন বাংলাদেশের মানুষের একতা ও সংগ্রামের এবং বৈরাচারের বিরুদ্ধে তাদের সাহসিকতাপূর্ণ ভূমিকার এক অনন্য উদাহরণ। এর ফলে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। তা সঙ্গেও এ আন্দোলন দেশের মানুষের প্রত্যাশাকে পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

ক. উন্নস্তরের গণঅভ্যাসনের প্রধান দাবি ছিল কয়টি? ১

খ. "মানুষ আবারও আশাভঙ্গ হয়েছে।" — কীভাবে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকটি 'গণঅভ্যাসনের কথা' রচনার কোন দিককে নির্দেশ করে? আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকটি 'গণঅভ্যাসনের কথা' রচনার মূলভাবকে প্রতিফলিত করে কি? বিশ্লেষণ কর। ৪

**ঘ:** • প্রশ্নোক্ত উক্তিটির মাধ্যমে ১৯৯০-এর গণঅভ্যাসনকে ঘিরে মানুষের প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

• নববইয়ের গণঅভ্যাসনে বিজয়ের মাধ্যমে এদেশের মানুষ গণতান্ত্রিক একটি দেশ দেখতে চেয়েছিল। যেখানে দেশের মানুষ তাদের সব ধরনের অধিকার ফিরে পাবে। এছাড়াও ছাত্রসমাজ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ চেয়েছিল। কিন্তু এসবের কিছুই ঘটেনি। ফলে ধীরে ধীরে এ অভ্যাসনকে ঘিরে এদেশের মানুষের প্রত্যাশা ধূলিসাং হয়।

**ঘ:** • উদ্দীপকটি 'গণঅভ্যাসনের কথা' রচনায় উল্লিখিত নববইয়ের গণঅভ্যাসনকে ঘিরে এদেশের মানুষের স্বপ্নভঙ্গের দিককে নির্দেশ করে।

• স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পেছনে রয়েছে দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। অপশক্তির আম্ফালনে এদেশের মানুষের স্বাধীনতা বারবার ভুলিত্তি হয়েছে। আর প্রতিবারই তা উদ্ধার করতে হয়েছে রক্তমূল্য দিয়ে। তা সঙ্গেও এদেশের মানুষ তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে পারেনি।

• উদ্দীপকে নববইয়ের গণঅভ্যাসনের কথা বলা হয়েছে। বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতনের উদ্দেশ্যে এ আন্দোলন সংঘটিত হয়। তবে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই অভ্যাসন গড়ে উঠেছিল, দেশ ও মানুষের কাছে শেষ পর্যন্ত তা অধরাই থেকে যায়। একইভাবে 'গণঅভ্যাসনের কথা' রচনায়ও নববইয়ের গণঅভ্যাসনের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। সেখানে এ অভ্যাসনকে ঘিরে মানুষের একটি গণতান্ত্রিক ও বৈষম্যহীন রাষ্ট্রের যে প্রত্যাশা ছিল তা নস্যাং হওয়ার কথা বলা হয়েছে। উদ্দীপকটি আলোচ্য রচনার এ দিককেই নির্দেশ করে।

**ঘ:** • উদ্দীপকটি 'গণঅভ্যাসনের কথা' রচনার মূলভাব আংশিক প্রতিফলিত করে।

• অধিকারের ও ন্যায়ের জন্য বাঙালি জাতি সুদীর্ঘকাল ধরে অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। এদেশের হাজার বছরের ইতিহাসে আন্দোলন-সংগ্রামের যে চিত্র আমরা দেখতে পাই, তাতে একটি বৈষম্যহীন সমাজের প্রত্যাশা বড় ভূমিকা রেখেছে। ২০২৪-এর অভ্যাসনও এর ব্যতিক্রম নয়।

• উদ্দীপকে ১৯৯০ সালের গণঅভ্যাসনের প্রসঙ্গ উঠাপিত হয়েছে। এটি ছিল এদেশের মানুষের ঐক্যবন্ধ সংগ্রাম এবং বৈরাচারের বিরুদ্ধে তাদের সাহসিকতাপূর্ণ ভূমিকার প্রতীক। এর ফলে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এ অভ্যাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ আন্দোলনও দেশের মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে।

• 'গণঅভ্যাসনের কথা' রচনায় ২০২৪-এর ছাত্র-জনতার অভ্যাসনের প্রেক্ষাপটে বৈরাশাসকের পতনের মধ্য দিয়ে দৃঃশ্যাসনের অবসান এবং ছাত্র-জনতার বিজয়ের কথা ফুটে উঠেছে। এছাড়াও ১৯৬৯, ১৯৯০ এবং ২০২৪-এর গণঅভ্যাসন সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত বিবরণ এসেছে, যেসব কথা উদ্দীপকে নেই। সেখানে নববইয়ের গণঅভ্যাসন সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়েছে মাত্র। এর বাইরে আলোচ্য রচনার অন্য কোনো বিষয় সেখানে আলোচিত হয়নি। এ বিচারে উদ্দীপকটি আলোচ্য রচনার মূলভাব আংশিক প্রতিফলিত করে।

**প্রশ্ন ০৩ বিষয় : ফরাসি বিপ্লবের প্রেক্ষাপট।**

ফরাসি বিপ্লব ছিল গণঅভ্যানের এক অন্যতম উদাহরণ, যা ফ্রাসের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোকে আমূল পরিবর্তন করে দেয়। এই বিপ্লবের পেছনে ছিল খাদ্যসংকট, আর্থিক দুরবস্থা এবং রাজকীয় শাসনের প্রতি অসন্তোষ। বিপ্লবটি জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনার জন্ম দেয় এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে গণ-আন্দোলনের প্রেরণা জোগায়।

ক. বাংলাদেশ কেমন দেশ হওয়ার কথা ছিল?

১

খ. "অনেক রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল"—  
কথাটি ব্যাখ্যা কর।

২

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'গণঅভ্যানের কথা' রচনার তুলনামূলক  
আলোচনা কর।

৩

ঘ. "উদ্দীপক এবং 'গণঅভ্যানের কথা' রচনার ভাবনা একই  
ধারায় প্রবাহিত।"— মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।

৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

॥ শিখনফল ২

**ক.** ০ বাংলাদেশ সাম্য, যানবিক শর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের দেশ  
হওয়ার কথা ছিল।

**খ.** ০ প্রশ্নোক্ত কথাটির মাধ্যমে অসংখ্য মানুষের আত্মত্যাগের  
বিনিময়েই যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়, সেই কথাই  
বোঝানো হয়েছে।

০ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ  
ঘটনা। সেই সময় পাকিস্তানি সৈন্যরা এদেশের লাখ লাখ মানুষকে  
হত্যা করে। নির্যাতিত হয় প্রায় দুই লাখ মা-বোন। বাংলাদেশের  
স্বাধীনতা প্রকৃতপক্ষে তাদের বিপুল আত্মত্যাগেরই ফল। প্রশ্নোক্ত  
কথাটির মধ্য দিয়ে এ বিষয়টিই ফুটে উঠেছে।

**গ.** ০ গণঅভ্যানের প্রসঙ্গ তুলে ধরার সূত্রে উদ্দীপকের সঙ্গে  
'গণঅভ্যানের কথা' রচনাটি তুলনীয় হয়ে ওঠে।

০ অধিকারের জন্য, ন্যায়ের জন্য বাঙালি জাতি সুনীর্ধকাল ধরে  
অপশঙ্কির বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। আমাদের হাজার বছরের  
ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে আন্দোলন-সংগ্রামের যে চির আমরা দেখতে  
পাই, তার মূলকথাও আসলে একই।

০ উদ্দীপকে ফরাসি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ফ্রাসের সামাজিক, রাজনৈতিক  
ও অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ  
ফরাসি বিপ্লব নামের গণঅভ্যানই ফ্রাসকে সম্পূর্ণ বদলে দেয়।  
একইভাবে 'গণঅভ্যানের কথা' রচনায়ও এদেশের ইতিহাসের  
গুরুত্বপূর্ণ তিনটি গণঅভ্যানের প্রেক্ষাপট ও ফলাফল নিয়ে আলোচনা  
করা হয়েছে, যা উদ্দীপকের ফরাসি বিপ্লবের আলোচনার সমান্তরাল।  
এ দিক থেকে উদ্দীপকের সঙ্গে 'গণঅভ্যানের কথা' রচনাটি তুলনীয়  
হয়ে ওঠে।

**ঘ.** ০ "উদ্দীপক এবং 'গণঅভ্যানের কথা' রচনার ভাবনা একই  
ধারায় প্রবাহিত।"— বিষয়বস্তু বিচারে মন্তব্যটি যৌক্তিক।

০ যুগে যুগে বিভিন্ন শাসক নানাভাবে আমাদের ওপর শোষণ-নির্যাতন  
চালিয়েছে। তবে স্বাধীনচেতা বাঙালি তাদের সেই অন্যায় আগ্রাসনকে  
মুখ বুজে মেনে নেয়নি, বরং সবার সমিলিত প্রচেষ্টায় এসবের বিরুদ্ধে  
দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছে। আমাদের দীর্ঘকালের আন্দোলন-  
সংগ্রামই এর প্রমাণ।

০ উদ্দীপকে ইতিহাস প্রসিদ্ধ ফরাসি বিপ্লবের প্রসঙ্গ উত্থাপিত  
হয়েছে। এই বিপ্লব গড়ে ওঠার পেছনে খাদ্যসংকট, আর্থিক দুরবস্থা  
এবং রাজকীয় শাসনের প্রতি জনগণের অসন্তোষ ছিল অন্যতম। ফলে  
এসব সমস্যা থেকে মুক্ত হতে গণতান্ত্রিক ভাবধারায় উজ্জীবিত হয়ে  
সেই দেশের জনগণ ঐতিহাসিক এ বিপ্লবের জন্ম দেয়। আর তা যেন  
ফ্রাসের সমগ্র শাসনব্যবস্থাকেই আমূল পালটে দেয়।

০ 'গণঅভ্যানের কথা' রচনায় ২০২৪-এর ছাত্র-জনতার অভ্যানের  
প্রেক্ষাপটে মৈরশাসকের পতনের মধ্য দিয়ে দৃঢ়শাসনের অবসান এবং  
ছাত্র-জনতার বিজয়ের কথা ফুটে উঠেছে। এছাড়াও ১৯৬৯, ১৯৯০  
এবং ২০২৪-এর গণঅভ্যান সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত বিবরণ এসেছে।  
একইভাবে উদ্দীপকেও ঐতিহাসিক ফরাসি বিপ্লবের কথা তুলে ধরা  
হয়েছে। এ বিপ্লব শুধু ফ্রাসই নয়, ইউরোপজুড়েই থভাব ফেলে।  
অর্থাৎ উদ্দীপক ও আলোচ্য রচনায় গণআন্দোলনের বিষয়টিই প্রাধান্য  
পেয়েছে। এ বিচারে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

**প্রশ্ন ০৪ বিষয় : কোটাব্যবস্থার নেতৃত্বাচকতা।**

সিয়াম এবং আইমান প্রতিবেশী। তারা দুজনেই ব্যাংক জবের জন্য  
প্রিপারেশন নিচ্ছে। পরীক্ষা বেশ ভালোই হয় সিয়ামের। পশ্চাত্তরে,  
আইমানের পরীক্ষা তার মনমতো হয়নি। কিন্তু কোটা ব্যবস্থার  
অধীনে শেষ পর্যন্ত চাকরি আইমানেরই হয়। এমতাবস্থায় ভালো  
পরীক্ষা দিয়েও সিয়ামের লাভ হয় না। বিষয়টি তাকে ব্যথিত করে।

ক. বাংলাদেশে হিতীয় গণঅভ্যান কত সালে ঘটে?

১

খ. বাংলাদেশের ইতিহাসে উন্সত্তরের গণঅভ্যান গুরুত্বপূর্ণ কেন?  
ব্যাখ্যা কর।

২

গ. উদ্দীপকে 'গণঅভ্যানের কথা' রচনার কোন দিকটি ফুটে  
উঠেছে? আলোচনা কর।

৩

ঘ. "উদ্দীপকটি 'গণঅভ্যানের কথা' রচনার মূলভাবকে আংশিক  
প্রতিফলিত করে।"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

॥ শিখনফল ৪

**ক.** ০ বাংলাদেশে হিতীয় গণঅভ্যান ১৯৯০ সালে ঘটে।

**খ.** ০ উন্সত্তরের গণঅভ্যানের মধ্য দিয়ে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের  
ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল বলে বাংলাদেশের ইতিহাসে এই অভ্যান  
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

০ উন্সত্তরের গণঅভ্যানের দাবি ছিল মূলত তিনটি। এগুলো  
হলো— জেনারেল আইয়ুব খানের পদত্যাগ, শেখ মুজিবুর রহমানসহ  
আগরতলা ঘড়্যন্ত মামলার আসামিদের মুক্তি এবং আওয়ামী লীগের  
ছয় দফা ও ছাত্রদের এগারো দফা দাবির বাস্তবায়ন। এসব দাবির  
মধ্যেই বাঙালিদের স্বাধিকার চেতনা প্রতিফলিত হয়েছিল এবং এ  
আন্দোলনে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি রচিত হয়েছিল। এ কারণে  
দেশের ইতিহাসে এ অভ্যান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

**ঘ.** ০ উদ্দীপকে 'গণঅভ্যানের কথা' রচনায় উল্লিখিত কোটা  
ব্যবস্থার কুপ্রভাবের দিকটি ফুটে উঠেছে।

০ আমাদের দেশের চাকরি প্রত্যাশীদের তুলনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ  
কম। এর ওপর সরকারি চাকরির চাহিদা সব থেকে বেশি।  
এমতাবস্থায় অযৌক্তিক কোটা বরাদ্দের কারণে অনেকেই যোগ্য হওয়া  
সত্ত্বেও চাকরির সুযোগ পায় না।

০ উদ্দীপকের সিয়াম ও আইমান দুজনই ব্যাংকে চাকরি লাভের  
উদ্দেশ্যে পরীক্ষা দেয়। কিন্তু পরীক্ষা যথেষ্ট ভালো হওয়া সত্ত্বেও  
সিয়াম চাকরি পায় না। অন্যদিকে তারই প্রতিবেশী আইমান কোটা  
ব্যবস্থার অধীনে চাকরি পেয়ে যায়। একইভাবে 'গণঅভ্যানের কথা'  
রচনায়ও কোটা ব্যবস্থার এমন বিরূপ প্রভাবের কথা বলা হয়েছে।  
আর এই কোটা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই সেখানে গণআন্দোলনের  
সূচনা হতে দেখা যায়। এ বিচারে উদ্দীপকে আলোচ্য রচনায় উল্লিখিত  
কোটা ব্যবস্থার কুপ্রভাবের দিকটিই ফুটে উঠেছে।

**ঘ.** ০ "উদ্দীপকটি 'গণঅভ্যানের কথা' রচনার মূলভাবকে আংশিক  
প্রতিফলিত করে।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

০ বাঙালিরা চিরকালই স্বাধীনচেতা প্রকৃতির। তা সত্ত্বেও যুগে  
বিভিন্ন অপশঙ্কি এদেশের মানুষকে অবদম্যিত করে রাখতে চেয়েছে।  
তবে বাঙালিরাও তাদের এই অপচেষ্টাকে সফল হতে দেয়নি। সাম্য  
চেতনায় উদ্বৃদ্ধ এ জাতি সমিলিত শক্তিতে সেসব অপশঙ্কিকে  
বারবার পরাত্ত করেছে।

১. উদ্বীপকে সিয়াম ও আইমান নামের দুই ব্যাংক জব প্রত্যাশীর কথা প্রকাশিত হয়েছে। এদের একজন সিয়ামের প্রস্তুতি ভালো ছিল বলে পরীক্ষায় সে ভালো করে। অন্যদিকে, আইমানের পরীক্ষা আশানুরূপ না হলেও কোটা ব্যবস্থার অধীনে চাকরিটা সে পেয়ে যায়। এমতাবস্থায় পরীক্ষা ভালো দিয়েও চাকরি না পাওয়ায় মন খারাপ হয় সিয়ামের।

২. ‘গণঅভ্যুত্থানের কথা’ রচনায় বাংলাদেশের নিকট ইতিহাসে সংঘটিত তিনটি গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট, এসব অভ্যুত্থান নিয়ে মানুষের প্রত্যাশা এবং আশাভঙ্গের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সেখানে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ২০২৪-এর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের প্রসঙ্গও এসেছে। উদ্বীপকে এসব বিষয় আলোচিত হয়নি। সেখানে সিয়ামের চাকরি না হওয়ার মধ্য দিয়ে কেবল কোটা পদ্ধতির নেতৃত্বাচক প্রভাবই প্রতিফলিত হয়েছে, যা আলোচ্য রচনায়ও উঠে এসেছে। এ বিচারে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

### **প্রশ্ন ৩৫** বিষয় : গণঅভ্যুত্থান সংঘটনের প্রেক্ষাপট।

গণঅভ্যুত্থানের মূল কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অসমতা। যখন সমাজের একটি বড় অংশের মানুষের কাছে মৌলিক সেবা এবং সুযোগ-সুবিধা পৌছায় না, তখন তারা সরকার বা শাসকের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে অসন্তোষ জমে উঠলে তা গণঅন্দোলনে রূপ নেয়। এছাড়া রাজনৈতিক দুর্নীতি, মানবাধিকারের লজ্জন এবং জনগণের ভোটাধিকার হরণও গণঅভ্যুত্থানের কারণ হতে পারে।

[তথ্যসূত্র : দেশে দেশে গণভূত্থান— দৈনিক আমাদের সময়]  
ক. কীসে উদ্বৃত্ত হয়ে মানুষ মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে আন্দোলন চালিয়ে যায়?

১

খ. “একের পর এক প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন” বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

২

গ. উদ্বীপকে ‘গণঅভ্যুত্থানের কথা’ রচনার ফুটে ওঠা দিকটি তুলে ধর।

৩

ঘ. “উদ্বীপকটি ‘গণঅভ্যুত্থানের কথা’ রচনার অংশবিশেষের প্রতিনিধিত্ব করে।”— বিশ্লেষণ কর।

৪

৫. প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৪

**ক.** • দেশ রক্ষার প্রেরণায় উদ্বৃত্ত হয়ে মানুষ মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে আন্দোলন চালিয়ে যায়।

১

**খ.** • “একের পর এক প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন” বলতে এখানে হাসিনা সরকারের পাতানো নির্বাচনের মাধ্যমে কৌশলে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার কথা বলা হয়েছে।

২

৩. ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ সরকার নির্বাচনে জয়ী হয় এবং সরকার গঠন করে। এরপর থেকে এই সরকারের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত প্রতিটি নির্বাচনই ছিল বিতর্কিত। এসব নির্বাচনে শেখ হাসিনা সরকার লোক দেখানো ভোটের আয়োজন করে শেষ পর্যন্ত কারচুপি করে জয়ী হয়। এভাবে সরকার যে পাতানো নির্বাচন করে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে, প্রশ্নোক্ত উক্তিটির মাধ্যমে সেই কথাই বোঝানো হয়েছে।

৩

**গ.** • উদ্বীপকে ‘গণঅভ্যুত্থানের কথা’ রচনার ফুটে ওঠা দিকটি হলো গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট।

৪

• যুগে যুগে বিভিন্ন অপশক্তি এদেশের মানুষকে অবদম্পিত করে রাখতে চেয়েছে। তবে বাঙালিরাও তাদের এই অপচেষ্টাকে সফল হতে দেয়নি। সাম্য চেতনায় উদ্বৃত্ত এ জাতি সম্মিলিত শক্তিতে সেব অপশক্তিকে বারবার পরাত্ত করেছে।

৫

• উদ্বীপকে বিভিন্ন দেশে গণঅভ্যুত্থান গড়ে ওঠার পেছনের নানা কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসমতা, দুর্নীতি, মানবাধিকারের লজ্জন এবং মানুষের ভোটাধিকার হরণ এসব কারণের অন্যতম। ‘গণঅভ্যুত্থানের কথা’ রচনায়ও বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানসহ নিকট অঙ্গীকৃত যে কয়েকটি

গণঅভ্যুত্থান ঘটেছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এসব আন্দোলনের পেছনেও এ কারণগুলোই তিল প্রধান অনুঘটক। উদ্বীপকে আলোচ্য রচনার এ দিকটিই ফুটে উঠেছে।

**ঘ.** • “উদ্বীপকটি ‘গণঅভ্যুত্থানের কথা’ রচনার অংশবিশেষের প্রতিনিধিত্ব করে।”— মন্তব্যটি যথার্থ।

• বাঙালিদের চিরকাল সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হয়েছে। যুগে যুগে বিভিন্ন শাসক নানাভাবে আমাদের ওপর শোষণ-নির্যাতন চালিয়েছে। তবে স্বাধীনচেতা বাঙালি তাদের আগ্রাসনকে মেনে নেয়নি। থয়োজনে বুকের রক্ত দিয়ে তারা নিজেদের অধিকার আদায় করে নিয়েছে।

• উদ্বীপকে দেশে দেশে গণআন্দোলন গড়ে ওঠার পেছনের কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে। সেখানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসমতাকে এসব কারণের অন্যতম বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বস্তুত যখন সমাজের বড় একটি অংশের কাছেই মৌলিক সুযোগ-সুবিধা এবং সেবা পৌছায় না তখনই তা জন-অসন্তোষে রূপ নেয়। তাছাড়া দুর্নীতি, মানবাধিকারের লজ্জন এবং ভোটাধিকারকে বিনষ্ট করাও এসব অভ্যুত্থানের বড় কারণ।

• ‘গণঅভ্যুত্থানের কথা’ রচনায় ১৯৬৯, ১৯৯০ এবং ২০২৪-এর ছাত্র-জনতার আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে। এর মাধ্যমে এ আন্দোলনে বিজয়ের অনিবার্যতাকে যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি সেখানে এসব আন্দোলন-সংগ্রামে গণমানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের দিকটিও গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। পক্ষান্তরে উদ্বীপকে কেবল গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হওয়ার কারণই আলোচিত হয়েছে, রচনাটির অন্যান্য দিক নয়। এ বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

### **প্রশ্ন ৩৬** বিষয় : অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় অঙ্গীকার।

শাবাশ, বাংলাদেশ, এ পৃথিবী

অবাক তাকিয়ে রয়;

জ্বলে-পুড়ে-মরে ছারখার

তবু মাথা নোয়াবার নয়। [তথ্যসূত্র : দুর্মু— সুকান্ত ভট্টাচার্য]

ক. ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থানে নুর হোসেন কীভাবে মারা যান?

১

খ. “বাংলাদেশের মানুষের ভোট দেবার অধিকার কেড়ে নেন”— কীভাবে? বুঝিয়ে লেখ।

২

গ. উদ্বীপকে ‘গণঅভ্যুত্থানের কথা’ রচনার কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. “উদ্বীপকটি ‘গণঅভ্যুত্থানের কথা’ রচনার মূলভাবের অনুগামী।”— মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।

৪

৫. প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৫

**ক.** • ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থানে নুর হোসেন পুলিশের গুলিতে মারা যান।

**খ.** • প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণের মাধ্যমে শেখ হাসিনা মানুষের ভোট দেওয়ার অধিকার কেড়ে নেন।

০. বৈরাচারী সরকারের অপশাসনের কাছে দেশ ছিল জিমি। ফলে তারা নিজেদের ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার জন্য নামযাত্র নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। বিরোধী দলহীন সেব নির্বাচনে ফলাফল আগে থেকেই ঠিক করা থাকত। ফলে জনগণের ভোটের তেমন প্রয়োজন পড়ত না। এভাবে শেখ হাসিনা প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষের ভোট দেওয়ার অধিকার কেড়ে নেন।

**গ.** • উদ্বীপকে ‘গণঅভ্যুত্থানের কথা’ রচনার আন্দোলনকারীদের দৃঢ়চেতা মনোভাবের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

০. সাহসী ও আত্মপ্রত্যায়ী ব্যক্তিরা কোনো বাধার কাছেই নতি স্বীকার করে না। শত বাধাকে অতিক্রম করেও তারা পথ খুঁজে নেয়। সংগ্রামের পথে তারা আপসহান। এই আপসহান মনোভাবই তাদের অন্যায় ও অচলায়তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী করে তোলে।

- উদ্দীপকের কবিতাংশে কবি অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে বাঙালির দৃঢ়চেতা ও আপসহীন মনোভাব তুলে ধরেছেন। জ্বলে-পুড়ে মরে গেলেও তারা কখনোই অন্যায়ের সঙ্গে আপস করবে না। একইভাবে, ‘গণঅভ্যুত্থানের কথা’ রচনায়ও ২০২৪-এর গণআন্দোলনে শহিদদের আপসহীন মনোভাব তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে হাজারো মানুষের মৃত্যুতেও আন্দোলনকারীরা মনোবল ধরে রাখে এবং শেষাবধি তারা জয়ী হয়। উদ্দীপকে আলোচ্য রচনার এই দৃঢ়চেতা মনোভাবের দিকটিই প্রতিফলিত হয়েছে।
- য.** • “উদ্দীপকটি ‘গণঅভ্যুত্থানের কথা’ রচনার মূলভাবের অনুগামী।”— উদ্দীপক ও ‘গণঅভ্যুত্থানের কথা’ রচনার আলোকে মন্তব্যটি যৌক্তিক বলেই মনে হয়।
- বাঙালিরা চিরকালই সাহসী ও আজ্ঞাপ্রত্যায়ী। এদেশের সুনীর্ঘকালের ইতিহাসেও দেখা যায়, তারা কোনো অপশক্তির কাছেই মাথা নত করেনি। বরং দৃঢ়চেতা মনোভাব নিয়ে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে ঝুঁকে দাঢ়িয়েছে। এই আপসহীন মনোভাবই এ জাতিকে আজকের অবস্থানে এনে দাঢ়ি করিয়েছে।
- উদ্দীপকে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ‘দুর্ম’ কবিতাটিকে উপজীব্য করা হয়েছে। কবিতাংশটিতে বাঙালি জাতির দৃঢ়চেতা মনোভাব তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে এ কবিতাংশের শেষ দুই চরণে যেকোনো পরিস্থিতিতেই যে বাঙালিরা আপসহীন, সেই কথাই প্রকাশ পেয়েছে। আর তাই জ্বলে-পুড়ে-মরে ছ্যরখার হয়ে গেলেও মাথা নত করতে তারা রাজি নয়।
- ‘গণঅভ্যুত্থানের কথা’ রচনায় ২০২৪-এর গণআন্দোলনে শহিদদের আত্মাহৃতিকে শ্রম্ভাড়ের স্মরণ করা হয়েছে। আর তা করতে গিয়ে সেখানে আন্দোলনকারীদের অধিকার সচেতনতা ও আপসহীন মনোভাবকেও তুলে ধরা হয়েছে। এখন মনোভাবের কারণেই জীবনের ঝুঁকি সত্ত্বেও তারা নিজেদের অবস্থান থেকে সরে দাঢ়ায়নি। একইভাবে উদ্দীপকের কবিতাংশের শেষ দুই চরণেও মাথা নোয়াবার নয় বলে মূলত বাঙালির আপসহীন মনোভাবকেই নির্দেশ করা হয়েছে। সেই বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

### প্রশ্ন ০৭ বিষয় : দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ।

২০২২ সালে শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক সংকটের কারণে ব্যাপক গণবিক্ষোভ শুরু হয়। খাদ্য, জ্বালানি এবং ওষুধের অভাব, মুদ্রাশক্তি এবং সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীরা রাস্তায় নেমে আসে। এই আন্দোলনের ফলে প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাকসে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

সূত্র : দেশে দেশে গণঅভ্যুত্থান— দৈনিক আমাদের সময় ; ২ সেপ্টেম্বর ২০২৪  
ক. ২০২৪ সালে ছাত্রদের গঠিত সংগঠনের নাম কী? ১

খ. ‘আন্দোলনরত জনতাকে স্তুতি করে দিতে সব ধরনের পন্থে অবলম্বন করে’— কথাটি বুবায়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘গণঅভ্যুত্থানের কথা’ রচনার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি আলোচনা কর। ৩

ঘ. “উদ্দীপকটি ‘গণঅভ্যুত্থানের কথা’ রচনার মূলভাবকে প্রতিনিধিত্ব করে”— বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৫

ক. • ২০২৪ সালে ছাত্রদের গঠিত সংগঠনের নাম ‘বৈশম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন’।

খ. • প্রশ্নোক্ত উক্তির মাধ্যমে আন্দোলনকে নস্যাং করে দিতে যে সরকার সব রকমের চেষ্টা করেছে তাই বোঝানো হয়েছে।

• আন্দোলনের প্রথম দিকে সরকার এ আন্দোলনকে ততটা গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু আন্দোলনের তীব্রতা বাড়তে থাকলে বিষয়টি সরকারকে চাপে ফেলে দেয়। ফলে আন্দোলনকে নস্যাং করতে সরকার যেন

উঠেপড়ে লাগে। এসময় তারা অন্য সব উপায়ে ব্যর্থ হয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর হত্যা-নির্যাতনের পথ অবলম্বন করে। আলোচ্য উক্তিটিতে এ বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

**গ.** • উদ্দীপকের সঙ্গে ‘গণঅভ্যুত্থানের কথা’ রচনায় উল্লিখিত বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

• অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষ সর্বদাই সোচ্চার ছিল। বাংলাদেশের সব আন্দোলন-সংগ্রাম মূলত শোষণ-নির্যাতন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়েছে। এর মাধ্যমে এদেশের মানুষ সম্মিলিতভাবে শোষকের বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গিক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে এবং জয়ী হয়েছে।

• উদ্দীপকে শ্রীলঙ্কার গণবিক্ষোভের কথা বলা হয়েছে। ২০২২ সালে তীব্র অর্থসংকটের কারণে সেখানে ব্যাপক গণবিক্ষোভ শুরু হয়। একইভাবে ‘গণঅভ্যুত্থানের কথা’ রচনায়ও বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অতীতে সংগঠিত তিনটি গণবিক্ষোভের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থান সর্বাপেক্ষা প্রভাব বিস্তার করে। শাসকশ্রেণির অপশাসন, দুর্নীতি ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে এসব আন্দোলন গড়ে উঠে। উদ্দীপকের সঙ্গে আলোচ্য রচনার এ দিকটিই সাদৃশ্যপূর্ণ।

**ঘ.** • “উদ্দীপকটি ‘গণঅভ্যুত্থানের কথা’ রচনার মূলভাবকে প্রতিনিধিত্ব করে।”— মন্তব্যটি যথার্থ।

• আমাদের দেশে বিভিন্ন সময়ে শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে নানা আন্দোলন-সংগ্রাম হয়েছে। এসব আন্দোলন-সংগ্রামে এদেশের সব শ্রেণি ও পেশার মানুষ অংশ নিয়েছিল। অপশক্তির বিরুদ্ধে তারা গ্রীক্যবন্ধ হয়ে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

• উদ্দীপকে আমাদের প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কার প্রসঙ্গ উৎপাদিত হয়েছে। ২০২২ সালে সেই দেশের অর্থনৈতিক সংকট তীব্র হয়ে উঠে। এসময় খাদ্য, জ্বালানি ও ওষুধের অভাব তৈরি হয়। এসবের পিছনে সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি এবং মুদ্রাশক্তি ছিল অন্যতম। এ কারণে দেশজুড়ে তখন ব্যাপক গণবিক্ষোভ সৃষ্টি হয় এবং প্রেসিডেন্ট রাজাপাকসে পদত্যাগে বাধ্য হন।

• ‘গণঅভ্যুত্থানের কথা’ রচনায় ২০২৪-এর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে বৈরশ্যাসকের পতন এবং এর মধ্য দিয়ে তার দৃঃশ্যাসনের অবসান ও ছাত্র-জনতার বিজয়ের কথা ফুটে উঠেছে। এছাড়াও ১৯৬৯, ১৯৯০ এবং ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। একইভাবে উদ্দীপকেও প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কা সরকারের দুর্নীতি ও অপশাসনের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভের কথা ফুটে উঠেছে, যা আলোচ্য রচনার গণঅভ্যুত্থানের সমান্বয়। এ বিচারে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

### প্রশ্ন ০৮ বিষয় : বৈরাচারী সরকারের দমননীতি ও অপকীর্তি।

১৯৮০-এর দশকের শেষ দিকে এরশাদ সরকার দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে। এসময় দেশব্যাপী দুর্নীতি, সুশাসনের অভাব, নাগরিক অধিকার বর্বর করা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ওপর দমনপীড়ন জন-অসন্তোষকে বাড়াতে থাকে। এর মধ্যে ১৯৮৮ সালের নির্বাচনেও ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ তোলা হয়। ফলত আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

ক. দু-হাত প্রসারিত করে বুকে বুলেট নিয়ে মৃত্যুবরণ করেন কে? ১

খ. বৈরাচারী সরকার বাংলাদেশে রাজনীতিকে প্রায় অসম্ভব করে তোলে কীভাবে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকটি ‘গণঅভ্যুত্থানের কথা’ রচনার কোন দিককে নির্দেশ করে? আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকটি ‘গণঅভ্যুত্থানের কথা’ রচনার মূলভাবকে প্রতিনি...  
করে কি? বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

▶ শিখনফল ৭

**ক।** ০ দু-হাত প্রসারিত করে বুকে বুলেট নিয়ে মৃত্যুবরণ করেন ছাত্রনেতা আবু সাইদ।

**খ।** ০ বৈরাচারী সরকার বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের জেলজুলুম ও হয়রানির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে রাজনীতিকে প্রায় অসম্ভব করে তোলে।

০ ২০০৮ সালে হাসিনা সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করে। কিন্তু এরপর ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালের নির্বাচনে কৌশল করে জয় নিশ্চিত করে শাসন ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে। আর তা করতে গিয়ে তারা বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন করে, তাদের জেলজরিমানা করে। এভাবে হয়রানির মাধ্যমে বিরোধী দলের রাজনীতিকে তারা প্রায় অসম্ভব করে তোলে।

**গ।** ০ উদ্দীপকটি 'গণঅভ্যুত্থানের কথা' রচনায় উল্লিখিত বৈরাচারী হাসিনা সরকারের সীমাহীন লুটপাট ও অরাজকতার দিককে নির্দেশ করে।

০ দুর্নীতি ও ভ্রাটাচার আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য হুমকিবৃপ্ত। এসবের প্রভাবে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশ্রঙ্খলা ও বৈষম্য দেখা দিতে পারে। আইনের শাসনও শিথিল হয়ে যেতে পারে। সর্বোপরি দুর্নীতি এমন এক বিষয় যা সমাজ ও রাষ্ট্রকে ধ্বংসও করে দিতে পারে।

০ উদ্দীপকে এরশাদ সরকারের কথা বলা হয়েছে। এক রকম জোর করেই তিনি ক্ষমতায় ঢিকে ছিলেন। এসময় দেশব্যাপী দুর্নীতি, সুশাসনের অভাব, নাগরিক অধিকার খর্ব করাসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ওপর দমনপীড়ন জন-অসন্তোষকে তীব্র করে তোলে। একইভাবে 'গণঅভ্যুত্থানের কথা' রচনায়ও বৈরাচারী হাসিনা সরকারের আমলে সরকারের বিভিন্ন সেক্টরে হওয়া সীমাহীন দুর্নীতির কথা তুলে ধরা হয়েছে। সেই সময় সরকার ও তার দোসরো দুর্নীতি ও লুটপাটে আকঠ নিমজ্জিত ছিল। উদ্দীপকটি আলোচ্য রচনার এ দিককেই নির্দেশ করে।

**ঘ।** ০ উদ্দীপকটি 'গণঅভ্যুত্থানের কথা' রচনার মূলভাবের আংশিক প্রতিনিধিত্ব করে।

০ বাঙালিরা কোনো অপশঙ্কির কাছেই মাথা নত করেনি। দৃঢ়চেতা মনোভাব নিয়ে তারা অন্যায়-অবিচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে বুঝে দাঢ়িয়েছে। আর এই আপসহীন মনোভাবই এ জাতিকে আজকের অবস্থানে এনে দাঢ় করিয়েছে।

০ উদ্দীপকে বৈরশাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। আশির দশকের শেষ দিকে তার সরকার দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে। তার সময়ে দেশব্যাপী সীমাহীন দুর্নীতি হতে থাকে। এছাড়াও সুশাসনের অভাব, নাগরিক অধিকার খর্ব করা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ওপর তার সরকারের দমনপীড়ন জন-অসন্তোষকে বাঢ়াতে থাকে। ফলত তার বিরুদ্ধে আন্দোলনের ভিত তৈরি হয়।

০ 'গণঅভ্যুত্থানের কথা' রচনার ২০২৪-এর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে বৈরশাসকের পতনের মধ্য দিয়ে দৃঢ়শাসনের অবসান এবং ছাত্র-জনতার বিজয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও রচনাটিতে ১৯৬৯, ১৯৯০ এবং ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা দেওয়া হয়েছে। এসব বিষয় উদ্দীপকে উল্লিখিত হয়নি। সেখানে নবরাইয়ের গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কে সামান্য ধারণা দেওয়া হয়েছে মাত্র। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি আলোচ্য রচনার মূলভাবের আংশিক প্রতিনিধিত্ব করে।

প্রশ্ন ০৯ বিষয় : মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগ।

১৯৭১ সাল। দেশজুড়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে। বিধো রহিমা বানুর একমাত্র ছেলে আব্দুর রহিম তখন শহরে কলেজে পড়ে। হঠাতে করে জানা গেল তার ছেলে আর শহরের পুরানো ঠিকানায় থাকে না। দেশ ও মানুষকে শত্রুভূত করতে সে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে। এসময় রহিমা বানুর সাথে ছেলের মোটেও যোগাযোগ ছিল না। তাই দেশ স্বাধীন হলে মা অপেক্ষায় থাকে, ছেলে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। নিস্তু দীর্ঘকাল কেটে গেলেও সে আর ফিরে আসে না। শোনা যায়, দুর্গম এলাকায় একটি অপারেশনে গিয়ে পাকিস্তানিদের হাতে সে মারা গেছে।

ক. 'কারফিউ' শব্দের অর্থ কী?

খ. ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানকে ঘিরে মানুষের কীসের আকাঙ্ক্ষা ছিল? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের আব্দুর রহিম চরিত্রে 'গণঅভ্যুত্থানের কথা' রচনার কোন দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে? আলোচনা কর।

ঘ. উদ্দীপকটি 'গণঅভ্যুত্থানের কথা' রচনার মূলভাবকে কতটা তুলে ধরতে পেরেছে? যৌক্তিক মতামত দাও।

৯নং প্রশ্নের উত্তর

▶ শিখনফল ৮

ক. ০ 'কারফিউ' শব্দের অর্থ— সান্ধ্য আইন।

খ. ০ ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানকে ঘিরে মানুষের এক বৈষম্যহীন বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষা ছিল।

০ ২০২৪-এর গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে এদেশের মানুষ বৈরাচারের অপশাসন থেকে মুক্ত হয়ে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। প্রকৃতপক্ষে ফ্যাসিবাদী শাসকের অপশাসনের কারণে এ দেশের মানুষ স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার হারিয়েছিল। এমতাবস্থায় ২০২৪-এর আন্দোলনের মধ্য দিয়েই দেশবাসী এক অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বৈষম্যহীন দেশের আকাঙ্ক্ষায় স্বপ্ন দেখতে শুরু করে, যেখানে বিভিন্ন ধর্ম, মতাদর্শ ও শ্রেণির মানুষের সমাবেশ ঘটবে।

গ. ০ উদ্দীপকের আব্দুর রহিম চরিত্রে 'গণঅভ্যুত্থানের কথা' রচনায় উল্লিখিত শহিদদের আত্মত্যাগের দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে।

০ আমাদের সমাজে এমন কিছু মানুষ রয়েছেন, যারা আত্মনির্ভরশীল, দেশপ্রেমী ও সৎ। এ ধরনের মানুষেরা অমায়িক প্রকৃতির ও পরোপকারী হয়ে থাকেন। এসব মহৎ গুণের কারণে তারা দেশ ও মানুষের কল্যাণে প্রয়োজনে আত্মত্যাগ করতেও বিধা করেন না।

০ উদ্দীপকের আব্দুর রহিম নিজ মাতৃভূমিকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে। এ কারণে দেশ ও মানুষকে শত্রুভূত করতে সে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন এবং সেখানেই পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে সে শহিদ হয়। একইভাবে, 'গণঅভ্যুত্থানের কথা' রচনায়ও ২০২৪-এর গণআন্দোলনে দেশ ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও শোষণমুক্তির জন্য শহিদদের আত্মত্যাগের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়েছে। উদ্দীপকের আব্দুর রহিম চরিত্রে আলোচ্য রচনার শহিদদের আত্মত্যাগের এ দিকটিই প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ. ০ দেশ ও মানুষের জন্য শহিদদের আত্মত্যাগের চিত্র তুলে ধরার সূত্রে উদ্দীপকটি 'গণঅভ্যুত্থানের কথা' রচনার মূলভাবকে আংশিক তুলে ধরতে পেরেছে।

০ মানবিক বোধসম্পন্ন সব মানুষের মাঝেই সৎসাহস, দেশপ্রেম ও পরোপকারী মনোভাব দেখতে পাওয়া যায়। এসব গুণ মানুষকে আত্মত্যাগের মত্তে উজ্জীবিত করে, দেশ ও মানুষের জন্য আত্মনির্বেদিত হওয়ার প্রেরণা জোগায়।

০ উদ্দীপকে আব্দুর রহিম নামের এক দেশপ্রেমিক যুবকের কথা বলা হয়েছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে দেশ ও মানুষের কল্যাণে সে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। কিন্তু স্বাধীনতার দীর্ঘকাল পরও সে বাড়িতে ফিরে আসেনি। শোনা যায়, দুর্গম এলাকায় একটি অপারেশনে গিয়ে পাকিস্তানিদের হাতে সে মারা গেছে। তাই দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও তার কোনো খোজ পাওয়া যায়নি।



- 'গণঅভ্যুত্থানের কথা' রচনায় ২০২৪-এর শিক্ষার্থী-জনতার অভ্যুত্থানে ছাত্রজনতার আত্মাহৃতির শর্মন্ত অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশিত হয়েছে। একইভাবে উদ্বীপকেও দেশমাত্কার জন্য মুক্তিযোদ্ধা আন্দুর রহিমের আত্মত্যাগের কথা ফুটে উঠেছে। তবে আলোচ্য রচনায় এ বিষয়ের বাইরেও ১৯৬৯ ও ১৯৭০-এর গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হলেও এদেশের মানুষের সার্বিক মুক্তি অর্জিত না হওয়াসহ নানা বিষয় ফুটে উঠেছে, যেগুলো উদ্বীপকে লক্ষ করা যায় না। এ বিচারে উদ্বীপকটি আলোচ্য কবিতার মূলভাবকে আংশিক তুলে ধরতে পেরেছে।

### প্রশ্ন ১০ বিষয় : দেশের জন্য সন্তানের আত্মদান।

চক্ষু দিল পা-ও দিল  
সারা বাংলায় কাফন শ্যাম  
গোরস্থানে কান্দে শহিদ—  
পঙ্গু যেন হয় না দ্যাশ।  
মায়ের ওড়না বাইন্দু মাথায়  
পুত মিছিলে হারাইল প্রাণ  
ঘাস কান্দে গাছ কান্দে  
কান্দে বাঁশের গোরস্থান।

[তথ্যসূত্র : সিদ্ধি— হসান রোবায়েত]

ক. নববইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এদেশের মানুষ কেমন একটি দেশ দেখতে চেয়েছিল? ১

খ. "অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সরকারের পতন হলেই উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যায় না।"— কথাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্বীপকের কবিতাংশের সঙ্গে 'গণঅভ্যুত্থানের কথা' রচনার সাদৃশ্য বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "গোরস্থানে কান্দে শহিদ— পঙ্গু যেন হয় না দ্যাশ"— 'গণঅভ্যুত্থানের কথা' রচনার আলোকে উদ্বীপকের পঙ্ক্তিটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

### ১০নং প্রশ্নের উত্তর

### শিখনফল ৮

- ক. • নববইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এদেশের মানুষ গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকারের একটি দেশ দেখতে চেয়েছিল।
- খ. • অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকারের পতন-যে উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে পরিবর্তনের একটি ধাপমাত্র— প্রশ্নোক্ত কথাটির মাধ্যমে এ কথাই বোবানো হয়েছে।
- ০ রাস্তায় পর্যায়ে যেকোনো পরিবর্তন হলো একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে সরকারকে দাবি মানতে বাধ্য করা বা সরকারের পতন ঘটানো এই প্রক্রিয়ার প্রাথমিক ধাপ মাত্র। কেননা পরিবর্তন কার্যকর হতে এবং তা সর্বত্র গ্রহণযোগ্যতা পেতে যেমন সময়ের প্রয়োজন, তেমনই এটা নিয়ে ধারাবাহিক ও নিরলস কাজ করে যাওয়াও জরুরি। প্রশ্নোক্ত উক্তিটিতে এ বিষয়টিই কুটে উঠেছে।

### অধিকতর অনুশীলন সহায়ক সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

- ১। ভাই মুরল রংপুরে সেই  
রংপুরই তো বাংলাদেশ  
নুসরাতেরা আগুন দিল  
দোজখ যেন ছড়ায় কেশ।  
পোলা গেছে মাইয়া গেছে  
দুয়ার ঝুইলা রাখছে মায়  
ভাই-বইনে আইছে কিরা  
রক্তভেজা খাটিয়ায়।  
খোদার আরশ কাঁইপা ওঠে

- গ. • ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানে গণহত্যার থসঙ্গ তুলে ধরার সূত্রে উদ্বীপকের কবিতাংশের সঙ্গে 'গণঅভ্যুত্থানের কথা' রচনার সাদৃশ্য রয়েছে।

- ০ বাঙালি জাতির রয়েছে হাজার বছরের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য। সেই ইতিহাসের একটি অন্যতম অনুষঙ্গ হলো অনাদি অতীতের আন্দোলন-সংগ্রাম। আর অধিকার আদায়ের এসব আন্দোলন-সংগ্রামে বাঙালিকে বহুবার রক্তমূল্য দিতে হয়েছে।

- উদ্বীপকের কবিতাংশে ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানে আত্মানকারী শহিদের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও সেখানে আন্দোলনে অজ্ঞানির শিকার ছাত্র-জনতার আত্মত্যাগকেও স্মরণ করা হয়েছে। এই গণঅভ্যুত্থানে হাজারেরও বেশি ছাত্র-জনতার মৃত্যু হয়। একইভাবে 'গণঅভ্যুত্থানের কথা' রচনাও অতীত আন্দোলন-সংগ্রামের ক্রমধারায় বৈষম্যমুক্তির লক্ষ্যে ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হওয়া এবং দেশপ্রেমিক ছাত্র-জনতার আত্মাহৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। এ দিক থেকে উদ্বীপকের কবিতাংশের সঙ্গে 'গণঅভ্যুত্থানের কথা' রচনার সাদৃশ্য প্রতীয়মান হয়।

- ঘ. • "গোরস্থানে কান্দে শহিদ— পঙ্গু যেন হয় না দ্যাশ"— 'গণঅভ্যুত্থানের কথা' রচনার আলোকে উদ্বীপকের পঙ্ক্তিটি যৌক্তিক বলেই আমি মনে করি।

- আগ্রাসী শক্তির কবলে পড়ে বাঙালি জাতিকে বারবার পরাধীনতা ও বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে। তবে দৃঢ়চেতা বাঙালি প্রতিবারই অপশক্তিকে শক্ত হাতে মোকাবিলা করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় গণমানুষের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে তারা ২০২৪-এর আন্দোলনে অংশ নেয় এবং বিজয়ী হয়।

- উদ্বীপকের কবিতাংশটি ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে লেখা। এখানে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-জনতার সীমাহীন আত্মত্যাগ এবং তাদের জন্য দেশ ও মানুষের তীব্র শোকানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। পাশাপাশি আলোচ্য কবিতাংশটিতে দেশ পঙ্গু না হওয়ার প্রত্যাশার মধ্য দিয়ে ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানে প্রাণদানকারী শহিদদের মনোভাবকে তুলে ধরা হয়েছে, যা আলোচ্য রচনার প্রেক্ষাপটেও যথার্থ ও যৌক্তিক বলেই প্রতীয়মান হয়।

- 'গণঅভ্যুত্থানের কথা' রচনায় বাংলাদেশের ইতিহাসের তিনটি পুরুত্বপূর্ণ গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটকে আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। দেশ ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যেই এসব গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। অর্থাৎ দেশমাত্কার উন্নয়ন ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠাই ছিল এসব আন্দোলনের উদ্দেশ্য। উদ্বীপকের কবিতাংশে দেশ পঙ্গু না হওয়ার প্রত্যাশার মধ্য দিয়ে ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানে প্রাণদানকারী শহিদদের মনোভাবকে তুলে ধরা হয়েছে, যা আলোচ্য রচনার প্রেক্ষাপটেও যথার্থ ও যৌক্তিক বলেই প্রতীয়মান হয়।

### মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রশ্নীত

শুইনা বাপের হাহাকার

একটা মানুষ মারার লাগি

কয়টা গুলি লাগে ছার? [তথ্যসূত্র : সিদ্ধি— হসান রোবায়েত]

ক. দ্বিতীয় গণঅভ্যুত্থান ঘটে কত সালে? ১

খ. আগের দুই অভ্যুত্থানের সঙ্গে এবারের অভ্যুত্থানের বড় পার্দকা কী? বর্ণনা দাও। ২

গ. উদ্বীপকটিতে 'গণঅভ্যুত্থানের কথা' রচনার কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ৩

ঘ. "উদ্বীপকটি 'গণঅভ্যুত্থানের কথা' রচনার বড়াংশমাত্র।" — বিশ্লেষণ কর। ৪

২। মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন আসাদ। বেলা দুইটার দিকে পুলিশের একটি জিপ এই মিছিলের সামনে এসে পড়ে। একজন পুলিশ অফিসার খুব কাছ থেকে গুলি ছোড়েন আসাদের দিকে। বুকে গুলি নিয়ে লুটিয়ে পড়ে আসাদ। এরপরই আসাদ হয়ে ওঠেন সাহস আর প্রতিবাদের প্রতীক। আসাদের রক্তমাখা লাল শার্ট নিয়ে শোক মিছিল বের করে ছাত্র-জনতা। কবি শামসুর রাহমান লিখলেন অমর এক কবিতা—

“আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা, কলুষ আর লজ্জা

সমস্ত দিয়েছে দেকে একখন্দ বৰু মানবিক;  
আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।”

ক. একাভরের মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল কোন গণঅভ্যুত্থানে? ১

খ. এদেশের মানুষ ২০২৪ সালে আবারও রাস্তায় নামে কেন? ২

গ. উদ্দীপকটি ‘গণঅভ্যুত্থানের কথা’ রচনার কোন অভ্যুত্থানকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকটি ‘গণঅভ্যুত্থানের কথা’ রচনাটির সার্বিক প্রতিনিধিত্ব করে কি? মতামত দাও। ৪

## ▷ জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর



### টপিকের ধারায় প্রশ্নীত



#### প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। সভ্যতার আদিকাল থেকে মানুষ কোথায় বসবাস করছে?

উত্তর : সভ্যতার আদিকাল থেকে মানুষ সমাজে বসবাস করছে।

প্রশ্ন ২। শাসকেরা অনেক সময় কেমন হয়ে ওঠে?

উত্তর : শাসকেরা অনেক সময় অত্যাচারী হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন ৩। যুগে যুগে দেখা যায় শাসকেরা কীসের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে?

উত্তর : যুগে যুগে দেখা যায় দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি শাসকেরা উদাসীন হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন ৪। আধুনিককালে কীসের মাধ্যমে শাসক নির্বাচিত হয়?

উত্তর : আধুনিককালে ডোক্টের মাধ্যমে শাসক নির্বাচিত হয়।

প্রশ্ন ৫। যেকোনো সমাজের শাসনকাজ কে পরিচালনা করেন?

উত্তর : যেকোনো সমাজের শাসনকাজ পরিচালনা করেন শাসকেরা।

প্রশ্ন ৬। অতীতে কারা শাসনকাজ পরিচালনা করত?

উত্তর : অতীতে রাজা-রানি বা সম্রাটেরা শাসনকাজ পরিচালনা করত।

প্রশ্ন ৭। একজন শাসকের প্রধান কর্তব্য কী?

উত্তর : একজন শাসকের প্রধান কর্তব্য হলো সব মানুষের কল্যাণ করা এবং শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রেখে দেশের উন্নতি সাধন করা।

প্রশ্ন ৮। কর্তব্যের প্রতি উদাসীন শাসকেরা কীভাবে কাজ করে থাকে?

উত্তর : কর্তব্যের প্রতি উদাসীন শাসকেরা দেশের অধিকাংশ মানুষকে বাদ দিয়ে নিজ গোষ্ঠী বা দলের অল্প কিছু মানুষের জন্য কাজ করে থাকে।

প্রশ্ন ৯। অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেলে মানুষ তখন কী করে?

উত্তর : অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেলে মানুষ বিদ্রোহী হয়ে শাসক ও শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু করে।

প্রশ্ন ১০। গণঅভ্যুত্থান কাকে বলে?

উত্তর : অধিকার আদায়ের আন্দোলনের সঙ্গে যখন সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করে শাসককে তাদের দাবি মেনে নিতে বা ক্ষমতা থেকে সরে যেতে বাধ্য করে, তখন তাকে গণঅভ্যুত্থান বলে।

প্রশ্ন ১১। গণঅভ্যুত্থান কোথায় ঘটতে দেখা যায়?

উত্তর : দুনিয়াজুড়ে সব কালে, সব দেশেই গণঅভ্যুত্থান ঘটতে দেখা যায়।

প্রশ্ন ১২। বাংলাদেশের নিকট-ইতিহাসে কর্঱টি বড় গণঅভ্যুত্থান হয়েছে?

উত্তর : বাংলাদেশের নিকট ইতিহাসে তিনটি বড় গণঅভ্যুত্থান হয়েছে।

প্রশ্ন ১৩। বাংলাদেশে প্রথম গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল কত সালে?

উত্তর : বাংলাদেশে ১৯৬৯ সালে প্রথম গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল।

প্রশ্ন ১৪। বাংলাদেশের বিতীয় গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল কত সালে?

উত্তর : বাংলাদেশে ১৯৯০ সালে বিতীয় গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল।

প্রশ্ন ১৫। বাংলাদেশে তৃতীয় গণঅভ্যুত্থান হয় কত সালে?

উত্তর : বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে তৃতীয় গণঅভ্যুত্থান হয়।

প্রশ্ন ১৬। বাংলাদেশের বিতীয় গণঅভ্যুত্থানের নাম কী?

উত্তর : বাংলাদেশের বিতীয় গণঅভ্যুত্থানের নাম নবরাইয়ের গণঅভ্যুত্থান।

প্রশ্ন ১৭। বাংলাদেশের সর্বশেষ গণঅভ্যুত্থানের নাম কী ছিল?

উত্তর : বাংলাদেশের সর্বশেষ গণঅভ্যুত্থানের নাম ছিল জুলাই গণঅভ্যুত্থান বা ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান।

প্রশ্ন ১৮। উন্সত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রধান দাবি ছিল কয়টি?

উত্তর : উন্সত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রধান দাবি ছিল তিনটি।

প্রশ্ন ১৯। কত সালে আইয়ুব খান পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করেছিলেন?

উত্তর : ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করেছিলেন।

প্রশ্ন ২০। আইয়ুব খানের শাসনামলে বাংলাদেশের নাম কী ছিল?

উত্তর : আইয়ুব খানের শাসনামলে বাংলাদেশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান।

প্রশ্ন ২১। আইয়ুব খানের শাসনামলে বর্তমান পাকিস্তানের নাম কী ছিলো?

উত্তর : আইয়ুব খানের শাসনামলে বর্তমান পাকিস্তানের নাম ছিল পশ্চিম পাকিস্তান।

প্রশ্ন ২২। আইয়ুব খান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কোন কোন ক্ষেত্রে বৈষম্যের নীতি অনুসরণ করত?

উত্তর : আইয়ুব খান সরকার শিল্প-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরিসহ সকল ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি চরম বৈষম্যের নীতি অনুসরণ করত।

প্রশ্ন ২৩। কখন আইয়ুব খানের পদত্যাগের দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়?

উত্তর : ১৯৬৮ সালের শেষের দিকে আইয়ুব খানের পদত্যাগের দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়।

প্রশ্ন ২৪। আইয়ুব সরকার-বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন কারা?

উত্তর : আইয়ুব সরকার-বিরোধী আন্দোলনে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীসহ ছাত্ররা নেতৃত্ব দেন।

প্রশ্ন ২৫। ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ কত দফা দাবি উঠাপন করে?

উত্তর : ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা দাবি উঠাপন করে।

প্রশ্ন ২৬। উন্সত্তরের গণঅভ্যুত্থানে জোরালোভাবে কী উচ্চারিত হয়?

উত্তর : উন্সত্তরের গণঅভ্যুত্থানে কৃষক-শ্রমিকসহ মেহনতি মানুষের মুক্তির কথা জোরালোভাবে উচ্চারিত হয়।

প্রশ্ন ২৭। ছাত্রসমাজ ছাড়াও আন্দোলনে আর কারা রাস্তায় নেমে এসেছিল?

উত্তর : আন্দোলনে ছাত্রসমাজ ছাড়াও বাংলাদেশের সর্বস্তরের বিপুলসংখ্যক মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছিল।

প্রশ্ন ২৮। উন্সভরের আন্দোলন দমন করতে কী করা হয়?  
উত্তর : উন্সভরের আন্দোলন দমন করতে পুলিশ নির্বাচারে গুলি চালায়।

প্রশ্ন ২৯। উন্সভরের আন্দোলনে কারা শহিদ হন?  
উত্তর : উন্সভরের আন্দোলনে ছাত্রনেতা আসাদ, শিক্ষার্থী মতিঝুর, সাজেন্ট জহুরুল হক, শিক্ষক শামসুজ্জেহা, সন্তান কোলে এক মা আনোয়ারা বেগমসহ অসংখ্য মানুষ শহিদ হন।

প্রশ্ন ৩০। উন্সভরের আন্দোলনে কীভাবে মানুষকে নিবৃত্ত করা যায়নি?  
উত্তর : সেনাবাহিনী নামিয়ে এবং কারফিউ জারি করেও মানুষকে নিবৃত্ত করা যায়নি।

প্রশ্ন ৩১। উন্সভরের আন্দোলনের ফলে কী ঘটে?  
উত্তর : আইযুব খান পদত্যাগ করেন এবং শেখ মুজিবুর রহমানসহ রাজবন্দিদের মৃত্যি দেওয়া হয়।

প্রশ্ন ৩২। উন্সভরের গণঅভ্যুত্থানের ফলে কীসের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল?  
উত্তর : উন্সভরের গণঅভ্যুত্থানের ফলে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।

প্রশ্ন ৩৩। কীসের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল?  
উত্তর : অনেক রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল।

প্রশ্ন ৩৪। স্বাধীনতার পর কেমন বাংলাদেশ হওয়ার কথা ছিল?  
উত্তর : স্বাধীনতার পর কথা ছিল বাংলাদেশ হবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের দেশ।

প্রশ্ন ৩৫। জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ কীভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন?

উত্তর : একটা নির্বাচিত সরকারকে জোর করে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন।

প্রশ্ন ৩৬। এরশাদ সরকার দেশে কেমন শাসনব্যবস্থা কার্যম করে?  
উত্তর : এরশাদ সরকার দেশে ডয়াবহ বৈরশাসন ব্যবস্থা কার্যম করে।

প্রশ্ন ৩৭। এরশাদ সরকারের আমলে বাংলাদেশের সাধারণ চিত্র কেমন ছিল?

উত্তর : এরশাদ সরকারের আমলে দুর্নীতি ও সন্ত্বাস ছিল বাংলাদেশের সাধারণ চিত্র।

প্রশ্ন ৩৮। এরশাদ সরকার ক্ষমতা দখলের পর কত সালে সারা দেশে ব্যাপক বিক্ষোভ সংঘটিত হয়?

উত্তর : এরশাদ সরকার ক্ষমতা দখলের পর ১৯৮৩-৮৪ সালে সারা দেশে ব্যা...ক বিক্ষোভ সংঘটিত হয়।

প্রশ্ন ৩৯। ১৯৮৩-৮৪ সালের আন্দোলন কীভাবে দমন করা হয়?

উত্তর : ছাত্রনেতা সেলিম-দেলোয়ারসহ বহু হতাহতের মধ্য দিয়ে ১৯৮৩-৮৪ সালের আন্দোলন দমন করা হয়।

প্রশ্ন ৪০। প্রতিবাদী জনতা আরেকবার কখন আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে?  
উত্তর : ১৯৮৭ সালে প্রতিবাদী জনতা আরেকবার আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে।

প্রশ্ন ৪১। নূর হোসেন কত সালে শহিদ হন?  
উত্তর : নূর হোসেন ১৯৮৭ সালে শহিদ হন।

প্রশ্ন ৪২। নূর হোসেন বুকে-পিঠে কী লিখে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন?  
উত্তর : নূর হোসেন বুকে-পিঠে ‘প্ররাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক’ লিখে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন।

প্রশ্ন ৪৩। এরশাদ সরকার কীভাবে তার পতন ঠেকায়?  
উত্তর : এরশাদ সরকার কিছু দাবি-দাওয়া মেনে নিয়ে তার পতন ঠেকায়।

প্রশ্ন ৪৪। ১৯৮৭-এর পর আবার কখন ছাত্র আন্দোলন তীব্র হয়?  
উত্তর : ১৯৮৭-এর পর ১৯৯০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের পর ছাত্র আন্দোলন আবার তীব্র হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন ৪৫। ১৯৯০ সালে ছাত্ররা কোন সংগঠন তৈরি করে?  
উত্তর : ১৯৯০ সালে ছাত্ররা ‘সর্বদলীয় ছাত্র এক্য’ গঠন করে।

প্রশ্ন ৪৬। সকল দল মিলে কী রূপরেখা ঘোষণা করে?  
উত্তর : সকল দল মিলে এক্যবন্ধ কর্মসূচির রূপরেখা ঘোষণা করে।

প্রশ্ন ৪৭। ১৯৯০ সালে কারা পুলিশের গুলিতে শহিদ হন?  
উত্তর : ১৯৯০ সালে পুলিশের গুলিতে ডাক্তার মিলন, জেহাদসহ বহু মানুষ শহিদ হন।

প্রশ্ন ৪৮। কত সালে এরশাদ সরকারের পতন হয়?  
উত্তর : ১৯৯০ সালে এরশাদ সরকারের পতন হয়।

প্রশ্ন ৪৯। নববইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের মানুষ কী দেখতে চেয়েছিল?

উত্তর : নববইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের মানুষ একটি গণতান্ত্রিক, অধিকারের রাষ্ট্র দেখতে চেয়েছিল।

প্রশ্ন ৫০। নববইয়ের অভ্যুত্থানের পর সরকারের পালাবদলে দেশের পরিস্থিতি কেমন হয়েছে?

উত্তর : নববইয়ের অভ্যুত্থানের পর সরকারের পালাবদলে দেশের পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে।

প্রশ্ন ৫১। ২০২৪ সালে মানুষ আবারও কেন রাস্তায় নামে?

উত্তর : চরম বৈষম্য, অপমান আর জুনুম-নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে মানুষ ২০২৪ সালে আবারও রাস্তায় নামে।

প্রশ্ন ৫২। শেখ হাসিনা সরকার কীভাবে বারবার রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে?

উত্তর : নানা কায়দাকানুন করে শেখ হাসিনা ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে একের পর এক প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে।

প্রশ্ন ৫৩। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রত্যক্ষ প্রভাব কী ছিল?

উত্তর : আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল জনগণের ভোটাধিকার হ্রণ।

প্রশ্ন ৫৪। শেখ হাসিনা সরকার একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে কী বিষয়ে পরিণত করেন?

উত্তর : শেখ হাসিনা সরকার একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে একদলীয় এবং পারিবারিক বিষয়ে পরিণত করেন।

প্রশ্ন ৫৫। আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী নেতাকর্মীদের সাথে কী করে?

উত্তর : আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী নেতাকর্মীদের জেলজুলুম ও হয়রানির মাধ্যমে রাজনীতিকে প্রায় অসম্ভব করে তোলে।

প্রশ্ন ৫৬। ছাত্রসমাজ কেন আন্দোলন শুরু করেছিল?

উত্তর : ছাত্রসমাজ সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে যে বৈষম্যমূলক কোটাব্যবস্থা ছিল, তার সংক্ষার চেয়ে আন্দোলন শুরু করেছিল।

প্রশ্ন ৫৭। তৎকালীন সরকার কত সালে কোটাব্যবস্থা বাতিল করে দেয়?

উত্তর : তৎকালীন সরকার ২০১৮ সালে কোটাব্যবস্থা বাতিল করে দেয়।

প্রশ্ন ৫৮। কত সালে সরকার আবারও কোটাব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার কৌশল গ্রহণ করে?

উত্তর : ২০২৪ সালে সরকার আবারও কোটাব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার কৌশল গ্রহণ করে।

প্রশ্ন ৫৯। কোটাবিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদের সাথে কারা যুক্ত হয়?

উত্তর : কোটাবিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদের সাথে ক্রমশ সব ধরনের সংগঠন, দল ও ব্যক্তি যুক্ত হন।

প্রশ্ন ৬০। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন তীব্র হলে সরকার তা কীভাবে দমন করতে চায়?

উত্তর : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন তীব্র হলে সরকার তা দমন করতে ব্যাপক নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ চালায়।

প্রশ্ন ৬১। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদের সাথে কারা রাস্তায় নেমে আসেন?

উত্তর : সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সব শিক্ষার্থীর পাশাপাশি রিক্ষাওয়ালা, খেটে খাওয়া মানুষ, অভিভাবক-শিক্ষকরা রাস্তায় নেমে আসেন।

প্রশ্ন ৬২। মানুষ মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে কীভাবে আন্দোলন চালিয়ে যায়?

উত্তর : দেশরক্ষার প্রেরণায় উদ্বৃত্ত হয়ে মানুষ মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে আন্দোলন চালিয়ে যায়।

প্রশ্ন ৬৩। ছাত্রনেতা আবু সাইদ কীভাবে মারা যান?

উত্তর : দুহাত প্রসারিত করে বুকে বুলেট নিয়ে মৃত্যুরবণ করেন ছাত্রনেতা আবু সাইদ।

প্রশ্ন ৬৪। শিক্ষার্থী মীর মুগ্ধ কীভাবে নিহত হন?

উত্তর : রাজপথে আন্দোলনরত সহযোগ্যদের পানি বিতরণ করতে করতে নিহত হন শিক্ষার্থী মীর মুগ্ধ।

প্রশ্ন ৬৫। প্রচন্ড আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা কোথায় চলে যান?

উত্তর : প্রচন্ড আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা পালিয়ে ভারতে চলে যান।

প্রশ্ন ৬৬। আগের দুই আন্দোলনের সাথে ২৪-এর আন্দোলনের একটা বড় পার্থক্য কী?

উত্তর : আগের দুই আন্দোলনের সাথে ২৪-এর আন্দোলনের একটা বড় পার্থক্য হলো— আগেরগুলো রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে পরিচালিত হলেও ২৪-এর আন্দোলন পরিচালনা করেছে শিক্ষার্থীরা।

প্রশ্ন ৬৭। মানুষ কোন আকাঙ্ক্ষা থেকে রাস্তায় নেমেছিল?

উত্তর : একটি সুন্দর, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষা থেকে মানুষ রাস্তায় নেমেছিল।

প্রশ্ন ৬৮। সমাজ থেকে কী দূর করতে হবে?

উত্তর : সমাজ থেকে সব ধরনের অন্যায় ও বৈষম্য দূর করতে হবে।

প্রশ্ন ৬৯। 'কারফিউ' শব্দ দ্বারা কী বোঝায়?

উত্তর : 'কারফিউ' শব্দের অর্থ সাম্ব্য আইন অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ে বাড়ির বাইরে বা রাস্তায় না যাওয়ার সাময়িক নির্দেশ।

প্রশ্ন ৭০। কোটাব্যবস্থা কী?

উত্তর : কোটাব্যবস্থা দ্বারা সাধারণত পড়াশোনা বা চাকরির ক্ষেত্রে একটি গোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত সংখ্যা বোঝায়?

প্রশ্ন ৭১। বৈষম্য শব্দটির অর্থ কী?

উত্তর : বৈষম্য শব্দটির অর্থ হলো— সমান যোগ্যতার ব্যক্তিদের অধিকারের পার্থক্য।

## প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। একজন আদর্শ শাসকের গুণাবলি কেমন হওয়া উচিত?

উত্তর : একজন আদর্শ শাসক সবার জন্য ন্যায় ও সুবিচার নিশ্চিত করেন এবং দেশের পরিস্থিতি ও জনগণের চাহিদা বুঝে সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারেন।

সমাজের যেকোনো কাজ সুস্থিতাবে পরিচালনা করার জন্য একজন আদর্শ শাসকের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। একজন আদর্শ শাসক হবেন ন্যায়পরায়ণ ও বিচক্ষণ। কঠিন পরিস্থিতিতে সাহসিকতা ও দৃঢ়তা দেখানো হবে তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তিনি শাসনকালীন দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি সচেতন থাকবেন এবং তার সিদ্ধান্তের জন্য জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা অনুভব করবেন।

প্রশ্ন ২। গণঅভ্যুত্থান কেন ঘটে? বুঝিয়ে দেখ।

উত্তর : শাসক যখন তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে জনগণের অধিকারকে ক্ষেপ করে, তখনই জনগণ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে এবং গণঅভ্যুত্থান ঘটায়।

একটি আন্দোলনের সঙ্গে যখন সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করে শাসককে তাদের দাবি মেনে নিতে বা ক্ষমতা থেকে সরে যেতে বাধ্য করে, তাকেই বলে গণঅভ্যুত্থান। যুগে যুগে অনেক সময় শাসকেরা তাদের কর্তব্যের প্রতি উদানীন হয়ে পড়ে। তারা দেশের সবার মঙ্গলচিন্তা না করে নিজ গোষ্ঠী বা দলের জন্য কাজ করে। অনেক সময় তারা অত্যাচারী হয়ে ওঠে। এ অপশাসন সীমা ছাড়িয়ে গেলেই বিদ্রোহী জনতা শাসক ও শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে, যা একসময় গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়।

প্রশ্ন ৩। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত কয়টি গণঅভ্যুত্থান ঘটেছে? সংক্ষেপে দেখ।

উত্তর : বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মোট তিনটি বড় গণঅভ্যুত্থান ঘটেছে। পৃথিবীর সব দেশেই কখনো না কখনো গণান্দেলন হয়ে থাকে। বাংলাদেশের নিকট-ইতিহাসেও এমন তিনটি বড় অভ্যুত্থান ঘটেছে, যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমটি হয়েছিল ১৯৬৯ সালে, যা উন্সতরের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত। দ্বিতীয়টি হয় ১৯৯০ সালে, যাকে নববাইয়ের গণঅভ্যুত্থান বলা হয়। তৃতীয়টি হয় অতি সম্প্রতি ২০২৪-এর জুলাই মাসে, যাকে জুলাই অভ্যুত্থান বা ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান নামে অভিহিত করা হয়। প্রতিটি অভ্যুত্থানই ছিল ন্যায্য অধিকারের লড়াই।

প্রশ্ন ৪। আইয়ুব সরকারের আমলে বৈষম্যের চিত্র কেমন ছিল?

উত্তর : আইয়ুব খান সরকারের আমলে শিল্প-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরিসহ সব ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি চরম বৈষম্যের নীতি অনুসরণ করা হয়।

জেনারেল আইয়ুব ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের ক্ষমতায় আসেন। তাঁর শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি, অর্থনীতিসহ সব ক্ষেত্রে চরম জটিলতা দেখা দেয়। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ রাজনৈতিকভাবে উপেক্ষিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাদের সাংবিধানিক অধিকার ও সব সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। এর ফলে বাংলার পরিস্থিতি ছিল একদিকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে যেমন উপেক্ষিত তেমনই অন্যদিকে সাংস্কৃতিকভাবে ছিল অনিশ্চিত।

প্রশ্ন ৫। উন্সতরের গণঅভ্যুত্থানের ফলাফল সংক্ষেপে তুলে ধর।

উত্তর : উন্সতরের গণঅভ্যুত্থানের সবচেয়ে বড় ফলাফল আইয়ুব খানের পদত্যাগ। ছাত্র-শিক্ষক আর মেহনতি মানুষের ব্যাপক আত্মত্যাগ ও অংশগ্রহণে উন্সতরের গণঅভ্যুত্থান সফল হয়।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিল। এর ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং তাদের জাতিগত ও সাংস্কৃতিক পরিচিতি নিয়ে আরও সচেতন হয়ে ওঠে। এটি ছিল বাঙালিদের জন্য স্বায়ত্ত্বশাসন ও রাজনৈতিক অধিকার দাবির সুযোগ যা পরবর্তী সময়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

প্রশ্ন ৬। উন্সতরের গণঅভ্যুত্থানের তাৎপর্য সংক্ষেপে তুলে ধর।

উত্তর : উন্সতরের গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। অনেক মানুষের আত্মত্যাগ ও সক্রিয় অংশগ্রহণে আন্দোলনটি সফল হয়।

১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসেই সামরিক শাসন জারি করেন, যা দীর্ঘ দশ বছর যাবৎ চলছিল। এই সরকার শিল্প-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরিসহ সব ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি চরম বৈষম্যের নীতি অনুসরণ করে। ফলে সরকারের পতনের দাবিতে ছাত্রসমাজসহ দেশের সর্বস্তরের জনগণ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে এবং পতন ঘটায়। অনেক রক্তপাত ও প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত এই সফলতা দেশের মানুষের মনে নতুন আশার সংজ্ঞার করে।

**প্রশ্ন ৭।** এরশাদ সরকারের আমলে বাংলাদেশের চিত্র কেমন ছিল?

**উত্তর :** হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতায় এসে দীর্ঘ নয় বছরের শাসনে এদেশের মানুষের সব গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে ডয়াবহ বৈরাজন প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৮২ সালে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ একটি নির্বাচিত সরকারকে জোর করে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নেন। এসময় সাধারণ মানুষের অধিকার কৃষ্ণগত করা হয়। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর সামরিক কর্তৃত্ব ছিল প্রবল। বিরোধী দলগুলোর প্রতিও চলে চরম নির্যাতন। দুর্নীতি ও সজ্ঞাস ছিল তখনকার বাংলাদেশের সাধারণ চিত্র। সর্বোপরি সারা দেশে একটি রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজমান ছিল।

**প্রশ্ন ৮।** 'বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক' কথাটি কেন তাৎপর্যপূর্ণ?

**উত্তর :** আলোচ্য উক্তিটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক শক্তিশালী স্নেগান হিসেবে পরিচিত, যা বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের আন্দোলন ও বিদ্রোহের প্রতীক।

বাংলাদেশের মানুষ এরশাদ সরকারের বৈরাচারী সামরিক শাসনকে শুরু থেকেই মেনে নেয়নি। ক্ষমতা দখলের অন্তর্দিন পরেই ১৯৮৩-৮৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারা দেশে ব্যাপক বিক্ষেপ হয়। বহু হতাহতের পর আন্দোলন দমন হলেও ১৯৮৭ সালে আবারও প্রতিবাদী জনতা আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে। নূর হোসেন বুকে-পিটে 'বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক' লিখে পুলিশের পুলিতে শহিদ হন। সেদিন প্রতিবাদী এই নূর হোসেন হয়ে উঠেছিলেন জীবিত পোস্টার, যা আন্দোলনে বিদ্রোহের প্রতীক হয়ে আছে।

**প্রশ্ন ৯।** গণঅভ্যুত্থানে ছাত্রসমাজের ভূমিকা কী? ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর :** গণঅভ্যুত্থানে ছাত্রসমাজের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে তা প্রবল।

ছাত্রনাই জাতির প্রধান শক্তি। দেশের ক্রান্তিকালে ছাত্রদের সক্রিয় অংশগ্রহণ একটি বিশেষ ভূমিকা হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থানগুলোতে ছাত্রদের তীব্র প্রতিবাদ ও আন্দোলন শাসকদের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। যেমন, ১৯৬৯, ১৯৯০, ২০২৪—এই তিনটি প্রধান গণঅভ্যুত্থানেই ছাত্ররা আন্দোলনের প্রথম সারিতে অবস্থান করে প্রতিবাদ-সংগ্রাম করেছে। তাই গণঅভ্যুত্থানে ছাত্রসমাজের ভূমিকা অপরিহার্য।

**প্রশ্ন ১০।** নববইয়ের গণঅভ্যুত্থানে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে?

**উত্তর :** নববইয়ের গণঅভ্যুত্থানে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কোনো বাস্তবায়ন ঘটেনি, বরং দেশের পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে।

নববইয়ের গণঅভ্যুত্থানে বাংলাদেশের মানুষ একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দেখতে চেয়েছিল; অধিকারের রাষ্ট্র দেখতে চেয়েছিল। ছাত্রসমাজ মানসম্মত শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার যথাযথ পরিবেশ চেয়েছিল। কিন্তু তারপর একের পর এক সরকার ক্ষমতায় এলেও পরিস্থিতি আগের চেয়ে আরও খারাপের দিকে যায়। বৈষম্য কমেনি, অধিকার বাড়েনি, শিক্ষার পরিবেশ আরও নষ্ট হয়। ফলে মানুষ আবারও আশাভঙ্গের শিকার হয়।

**প্রশ্ন ১১।** ২০২৪ সালে মানুষ কেন আবারও রাস্তায় নামে?

**উত্তর :** চরম বৈষম্য, অপমান আর জুনুম-নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে এদেশের মানুষ আবারও ২০২৪ সালে রাস্তায় নামে।

শেখ হাসিনা ও তার দল আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এই সরকার ক্ষমতায় এসে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে, পুরো দেশকে এক পরিবারের শাসনে পরিণত করে। উন্নয়নের নামে চলে নজিরবিহীন লুটপাট। একান্তরের মুক্তিযুদ্ধকে দলীয় ও পারিবারিক বিষয়ে পরিণত

করে। এমন নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির মধ্যে বৈষম্যমূলক কোটা আবার পুনর্বহাল হলে ছাত্র-জনতা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। দীর্ঘদিনের প্রচণ্ড ক্ষেত্রে আর যন্ত্রণা থেকেই মানুষ আবারও রাস্তায় নেমে আসে।

**প্রশ্ন ১২।** বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকা কী? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর :** বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন হলো বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষার্থীদের একটি সংগঠন। ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানে এই সংগঠনের নেতৃত্বে অবিস্মরণীয় বিজয় অর্জিত হয়।

২০০৮ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করে শেখ হাসিনা সরকার ধীরে ধীরে পুরো রাষ্ট্রকে গ্রাস করে নেয়। গুম, খুন, সুটতরাজ, নির্বাতন, গণতান্ত্রিক অধিকার বিষ্ণুত করে এদেশের মানুষের জীবনকে দুর্বিষ্ণু করে তোলে। সর্বশেষ সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত নিলে ছাত্রসমাজ রোষে ফেটে পড়ে এবং 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন'-এর ব্যানারে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। দীর্ঘদিনের ক্ষেত্রে সাধারণ জনতা ও রাস্তায় নামে এবং অবশেষে সরকারের পতন হয়। পুরো আন্দোলনে ছাত্রদের এই সংগঠনের ভূমিকা অনন্বীক্ষণ।

**প্রশ্ন ১৩।** বৈরাজন বলতে কী বোঝায়?

**উত্তর :** বৈরাজন হলো এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে একজন ব্যক্তি রাষ্ট্রের সব ক্ষমতা কৃষ্ণগত করে রাখে এবং গণ-আকাঙ্ক্ষা, প্রচলিত আইন বা রীতিনীতির তোয়াকা না করে ইচ্ছামতো রাষ্ট্র পরিচালনা করে।

বৈরাজনে দেশের সমস্ত ক্ষমতা একজনের হাতে কেন্দ্ৰীভূত থাকে এবং সে কোনো আইন বা সংবিধান অনুসরণ করে না। এখানে জনসাধারণের মতামত বা অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ থাকে না এবং শাসক প্রায়ই জনগণের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা লজ্জন করে। যেমন— বাংলাদেশে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সরকার ও আওয়ামী লীগ তথা শেখ হাসিনার সরকার বৈরাজনের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

**প্রশ্ন ১৪।** বৈষম্যমূলক কোটাব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?

**উত্তর :** কোটাব্যবস্থা হলো একটি সমাজে সামাজিক বা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে চালু করা একটি পদ্ধতি। এর ফলে যখন অধিকতর সক্ষম বা যোগ্য গোষ্ঠী বা ব্যক্তি বৈষম্যের শিকার হয় তখন তাকে বৈষম্যমূলক কোটাব্যবস্থায় আঘ্যায়িত করা হয়।

বৈষম্যমূলক কোটাব্যবস্থা একটি বিতর্কিত ব্যবস্থা যার উদ্দেশ্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সুবিধা প্রদান। তবে কখনো কখনো এটি সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করতে পারে। যেমন— বর্তমানে সরকারি চাকরিতে বিভিন্ন ধরনের কোটাৰ অধিক্ষেত্রে কারণে সাধারণ প্রাথীরা যোগ্যতা থাকা সম্ভৱ নিয়ে পিছিয়ে পড়ে। ফলে সমাজে নানা রকম বৈষম্য ও অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে।

**প্রশ্ন ১৫।** বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থানের নতুন ইতিহাস কীভাবে তৈরি হলো?

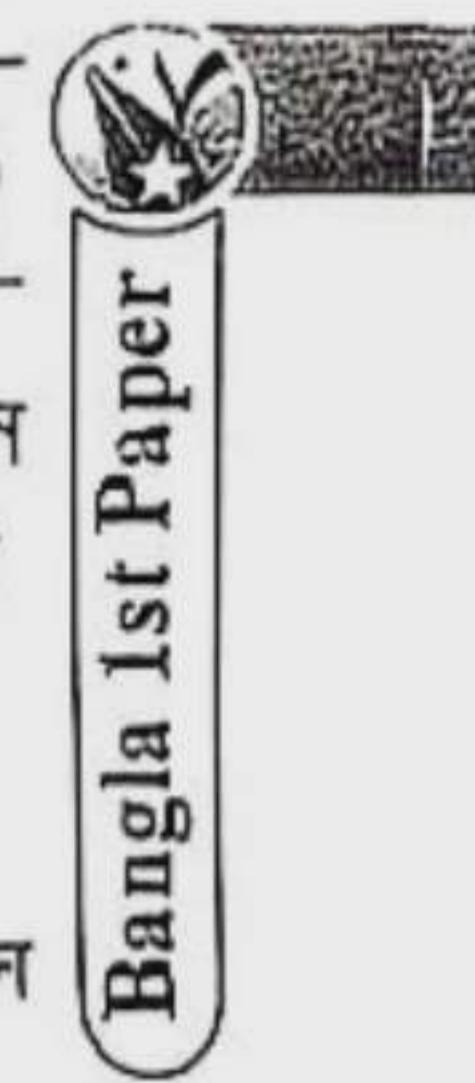
**উত্তর :** কঠোর আন্দোলনের মুখে বৈরাচারী সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থানের নতুন ইতিহাস তৈরি হলো।

বাঙালি জাতি সংগ্রামী জাতি। তাদের চিরকাল সংগ্রাম করেই টিকে থাকতে হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালেও বৈরাচার সরকারের অপশাসন, বৈষম্যমূলক নীতির কারণে এদেশের জনমনে অসন্তোষ দেখা দেয়। সারা দেশের ছাত্র-জনতা রাস্তায় নেমে আসে, প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। আন্দোলন দমনে সরকার পক্ষ সর্বোচ্চ পদক্ষেপ নেয়। কিন্তু গুলি করে, হত্যা করেও মানুষকে প্রতিহত করতে পারেনি। এমতাবস্থায় সরকারপ্রধান শেখ হাসিনা জনরোষ থেকে বাঁচতে ভারতে পালিয়ে যায় এবং বাংলাদেশে তৈরি হয় গণঅভ্যুত্থানের এক নতুন ইতিহাস।

## ► অনুশীলনীর কর্ম-অনুশীলন ও সমাধান



## পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর সংবলিত □



**কর্ম-অনুশীলন** ক তোমার জানা কোনো শ্রমিকের অত্যাচারিত জীবনের একটি কাহিনি লেখ। ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা 77

### সমাধান :

কাজের ধরন : একক কাজ।

কাজের উদ্দেশ্য : সমাজের শোষিত-বঞ্চিত শ্রমিকদের প্রতি শিক্ষার্থীদের সহানুভূতিশীল করে তোলা।

### কাজের নির্দেশনা :

১. তোমার জানা কোনো শ্রমিকের অত্যাচারিত শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলে তার জীবনের নির্মল ঘটনাটি জেনে নাও।
২. তার অত্যাচারিত জীবনের কাহিনিটি নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

### কাজের বর্ণনা :

জীবন সবাইকে আনন্দময় পরিবেশ দেয় না। কেউ কেউ জন্মই নেয় সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার জন্য। আমার জানা তেমনই একজন অত্যাচারিত সংগ্রামী মানুষের জীবনকাহিনি এখানে তুলে ধরা হলো— মতি যিয়া ছোট একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করে। তার পরিবার ছিল দুরিদ্র এবং কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল। আয়ের সীমাবন্ধতার কারণে তার পড়াশোনা চালানো সম্ভব হয়নি এবং ছোট বয়সেই সংসারের চাপে কাজ শুরু করতে হয় দিনমজুর হয়ে। তার জীবন সহজ ছিল না। বড় হয়ে সে শহরের একটি গামেন্টসে কাজ খুঁজে পায়। সেই কারখানার পরিবেশ ছিল অনেক কঠোর এবং শ্রমিকদের কোনো অধিকার ছিল না। মতি যিয়াকে সকাল ৭টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত কাজ করতে হতো। অথচ মজুরি ছিল নগণ্য। প্রায়ই বকেয়া মজুরি দেওয়া হতো না। যদি কোনো ভুল হতো, তবে কঠিন শাস্তি দেওয়া হতো। একদিন মতি যিয়ার কাজে একটা ভুল হলে, তাকে ২৪ ঘণ্টা একটানা না খেয়ে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পেটের দায়ে অত্যাচার মাথা পেতে নিয়েছিল। তার জীবন কাজের মধ্যেই সীমাবন্ধ ছিল। যখন সে বাড়ি ফিরত, তখন তার শরীর থাকত ক্লান্ত আর মন থাকত ডেঙে। সে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এভাবেই তার দিন চলছিল। তবে একসময় সে এই চাকরি ছেড়ে স্বাধীন ব্যাবসায় মনোযোগ দেয় এবং নানা চড়াই-উত্তরাই পার হয়ে এখন কিছুটা সচলতা পেয়েছে। কিন্তু তার সেই অত্যাচারিত সংগ্রামী জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা সে কখনোই ভুলতে পারে না।

**কর্ম-অনুশীলন** ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানে শহিদ হয়েছেন এমন একজন শহিদের পরিচয় দাও। ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা 77

### সমাধান :

কাজের ধরন : একক কাজ।

কাজের উদ্দেশ্য : ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানে শহিদদের সংগ্রামী জীবন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জানানো।

### কাজের নির্দেশনা :

২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানে শহিদ হওয়া একজন শহিদের পরিচয় ভালোভাবে জেনে নাও। এক্ষেত্রে তুমি ইন্টারনেটের সহযোগিতা নিতে পার।

### কাজের বর্ণনা :

২০২৪ সাল ছিল যুগের শ্রেষ্ঠ বছর। এ বছরই বৈরাচারী সরকারের সব অপশাসনের অবসান ঘটিয়ে নতুন সূর্যোদয় হয়। তবে এই স্বাধীনতা আপনা-আপনি আসেনি। শত শত, হাজার হাজার প্রাণের বিলিদান ও আহতদের রক্তের বিনিময়ে এসেছে এই স্বাধীনতা। অসংখ্য ছাত্র-জনতা এ আন্দোলনে প্রাণ হারান। বৈশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হন। তিনি রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ১২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন।

আবু সাঈদ ২০০১ সালে রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার বাবনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মকবুল হোসেন এবং মাতার নাম মনোয়ারা বেগম। তিনি ২০২০ সালে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হন। তিনি রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ১২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন।

আবু সাঈদ ছিলেন ২০২৪ সালের বাংলাদেশের কোটা সংস্কার আন্দোলনের একজন কর্মী। তিনি রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ক হিসেবে এই আন্দোলনে যোগ দেন। ১৬ জুলাই রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে শিক্ষার্থী ও পুলিশের সংঘর্ষ হয়। পুলিশ টিয়ার গ্যাস ও লাঠিচার্জ করলেও আবু সাঈদ সাহসিকতার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকেন। একপর্যায়ে পুলিশের বুলেটের আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। হাসপাতালে নেওয়ার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে ঢলে পড়েন এই সাহসী বীর সন্তান।



## সুপার সাজেশন

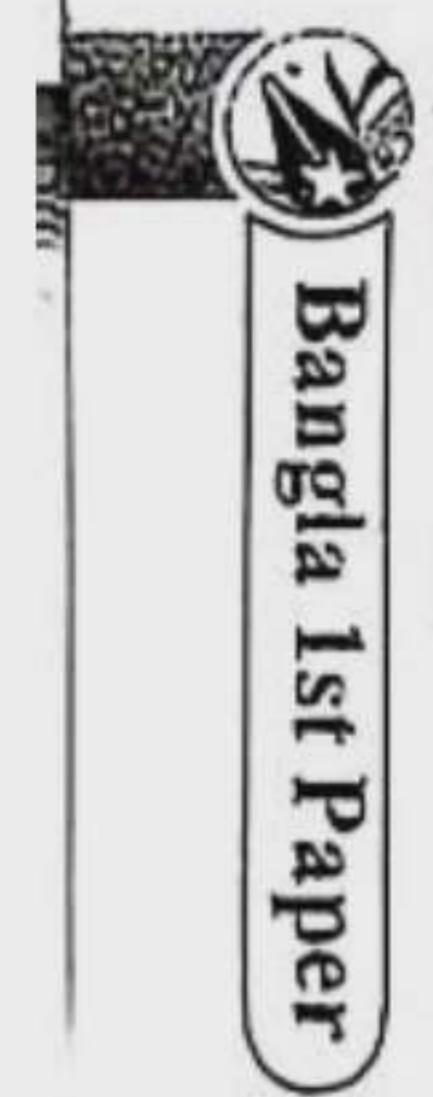


মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত  
100% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন সংবলিত সুপার সাজেশন

প্রিয় শিক্ষার্থী, অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার জন্য মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত এ গদ্যটিতে সংযোজিত গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি, সূজনশীল, জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো। 100% প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের উত্তর ভালোভাবে শিখে নাও।

শিরোনাম	অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন	তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন
১. বহুনির্বাচনি প্রশ্নের	এ অধ্যায়ের প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ভালোভাবে শিখে নাও।	
২. সূজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৩, ৫	৪, ৬, ৮, ১০
৩. জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২, ৫, ১০, ১৪, ১৮, ২০, ২৫	২৭, ২৯, ৩৪, ৪০, ৪৮, ৫২, ৬২, ৭০
৪. অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৪, ৮, ১২	৫, ৭, ১০, ১৪

এক্সকুলিসিড টিপস ► সূজনশীল প্রতিভা বিকাশ ও মেধা যাচাইয়ের লক্ষ্যে অনুশীলনী ও অন্যান্য প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি এ অধ্যায়ের সকল অনুশীলনমূলক কাজের সমাধান ভালোভাবে আয়ত্ত করে নাও।



# ଯାଚାନ୍ତ ଓ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କଣ



অধ্যায়ের প্রস্তুতি ও দক্ষতা যাচাইয়ের লক্ষ্য  
ক্লাস টেস্ট আকারে উপস্থাপিত প্রশ্নব্যাংক

କ୍ଲାସ ଟେସ୍ଟ

বাংলা প্রথম পত্র

ଅଷ୍ଟଗ ଶୈଖ

### বহুনির্বাচনি অভীক্ষা (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

$$2 \times 2\alpha = 2\alpha$$

[ সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভিক্ষার উভরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উভরের বৃত্তি বল পয়েন্ট কলম ঘারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না। ]



৮. ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ কত দফা দাবি উত্থাপন করেছিল?

  - (ক) ৬ দফা
  - (খ) ১১ দফা
  - (গ) ২১ দফা
  - (ঘ) ২৪ দফা

৯. পশ্চিম পাকিস্তানের বর্তমান নাম কী?

  - (ক) লাহোর
  - (খ) পাঞ্জাব
  - (গ) পাকিস্তান
  - (ঘ) রাওয়ালপিণ্ডি

১০. উন্সভৱের গণঅভ্যর্থনানের প্রধান দাবি ছিল কয়টি?

  - (ক) তিনটি
  - (খ) চারটি
  - (গ) পাঁচটি
  - (ঘ) ছয়টি

১১. যেকোনো সমাজের শাসনকাজ কে পরিচালনা করে?

  - (ক) সরকার
  - (খ) জনগণ
  - (গ) বৃন্দিজীবী
  - (ঘ) শাসক

১২. গণঅভ্যর্থনাকে কোথায় ঘটে ধাকে?

  - (ক) দুনিয়াজুড়েই
  - (খ) ইউরোপে
  - (গ) বাংলাদেশে
  - (ঘ) আফ্রিকায়

১৩. অতীতে শাসনকাজ পরিচালনা করত-

  - ৱাজা-রানি
  - সম্রাট
  - গণতান্ত্রিক সরকার

নিচের কোনটি সঠিক?

  - (ক) i ও ii
  - (খ) i ও iii
  - (গ) ii ও iii
  - (ঘ) i, ii ও iii

- উদ্দীপকটি পড়ে ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :  
 যেকোনো সমাজের শাসনকাজ সুস্থিতাবে  
 পরিচালনা করার জন্য একজন আদর্শ শাসকের  
 প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। একজন আদর্শ  
 শাসকই সবার জন্য ন্যায় ও সুবিচার নিশ্চিত  
 করেন, দেশের পরিস্থিতি ও জনগণের চাহিদা  
 বুঝে সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারেন। যদি  
 দারিদ্র্য, বৈষম্য, সামাজিক অবিচার দূরীকরণে  
 শাসক উদাসীন হন, তখনই গণঅভ্যুত্থানের  
 মতো ঘটনার সূত্রপাত হয়।
৪. উদ্দীপক সাথে 'গণঅভ্যুত্থানের কথা'  
 প্রবন্ধের মিল হলো—
- i. জনগণের প্রতি শাসকের কর্তব্য
  - ii. শাসকের দায়িত্বে অবহেলার পরিণতি
  - iii. গণঅভ্যুত্থানের সূক্ষ্ম
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৫. উপর্যুক্ত উদ্দীপক অনুযায়ী একজন শাসকের  
 প্রধান কর্তব্য কী?
- (ক) শাসনকাজ পরিচালনা করা
  - (খ) নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা
  - (গ) সব মানুষের কল্যাণ করা
  - (ঘ) দলীয় গোষ্ঠীর কল্যাণ করা

## সুজনশীল প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০)

$$20 \times 2 = 20$$

যেকোনো ২টি প্রশ্নের উত্তর দাও :

- ১। ১৯৭০ সালের গণঅভ্যর্থনা বাংলাদেশের মানুষের একতা ও সংগ্রামের এবং  
শ্বেতাশেন্দের বিনুম্বে তাদের সাহসিকতাপূর্ণ ভূমিকার এক অনন্য উদাহরণ।  
এর ফলে দেশে গণতন্ত্র পুনুর্প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটি বাংলাদেশের  
রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। তা সম্ভেদে এ  
আন্দোলন দেশের মানুষের প্রত্যাশাকে পুরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

ক. উন্সভরেন্নের গণঅভ্যর্থনার প্রধান দাবি ছিল কয়টি? ১

খ. 'মানুষ আবারও আশাভঙ্গ হয়েছে'— কীভাবে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকটি 'গণঅভ্যর্থনার কথা' রচনার কোন দিককে নির্দেশ  
করে? আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকটি 'গণঅভ্যর্থনার কথা' রচনার মূলভাবকে প্রতিফলিত  
করে কি? বিশ্লেষণ কর। ৪

২। সিয়াম এবং আইমান প্রতিবেশী। তারা দুজনেই ব্যাংক জবের জন্য  
থিপারেশন নিচ্ছে। পরীক্ষা বেশ ভালোই হয় সিয়ামের। পক্ষান্তরে,  
আইমানের পরীক্ষা তার মনমতে হয়নি। কিন্তু কোটা ব্যবস্থার অধীনে  
শেষ পর্যন্ত চাকরি আইমানেরই হয়। এমতাবস্থায় ভালো পরীক্ষা  
দিয়েও সিয়ামের দাত হয় না। বিষয়টি তাকে ব্যর্থিত করে।

ক. বাংলাদেশে হিতৌয় গণঅভ্যর্থনা কত সালে ঘটে? ১

খ. বাংলাদেশের ইতিহাসে উন্সভরেন্নের গণঅভ্যর্থনা গুরুত্বপূর্ণ কেন?  
ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে 'গণঅভ্যর্থনার কথা' রচনার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?  
আলোচনা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকটি 'গণঅভ্যর্থনার কথা' রচনার মূলভাবকে আঁশিক  
প্রতিফলিত করে"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

- ৩। শাবাশ বাংলাদেশ, এ পৃথিবী  
অবাক তাকিয়ে রয়ে;  
জ্বলে-পুড়ে-মরে ছার খার  
তবু মাথা নোয়াবার নম্বু।

ক. ১৯৯০-এর গণঅভ্যন্তানে নূর হোসেন কীভাবে মারা খান? ১  
খ. 'বাংলাদেশের মানুষের ভোট দেবার অধিকার কেড়ে নেন'—  
কীভাবে? বুঝিয়ে লেখ ২

গ. উদ্দীপকে 'গণঅভ্যন্তানের কথা' কবিতার কোন দিকটি প্রতিফলিত  
হয়েছে? ব্যাখ্যা কর ৩

ঘ. "উদ্দীপকটি 'গণঅভ্যন্তানের কথা' রচনার মূলভাবের অনুগামী"—  
মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর ৪

৪। ২০২২ সালে শ্রীলঙ্কার অধিনেতৃক সংকটের কারণে ব্যাপক গণবিক্ষোভ  
শুরু হয়। খাদ্য, জ্বালানি এবং ওষুধের অভাব, মুদ্রাফোটি এবং সরকারের  
দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীরা রাস্তায় নেমে আসে। এই আন্দোলনের  
ফলে প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাকসে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।  
ক. উন্মত্তরের গণঅভ্যন্তানের প্রধান দাবি কয়টি? ১  
খ. 'আন্দোলনরত জনতাকে স্তম্ভ করে দিতে সব ধরনের পন্থা  
অবলম্বন করে'— কথাটি বুঝিয়ে লেখ ২

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'গণঅভ্যন্তানের কথা' রচনার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি  
আলোচনা কর ৩

ঘ. "উদ্দীপকটি 'গণঅভ্যন্তানের কথা' রচনার মূলভাবকে প্রতিনিধিত্ব  
করে" — বিশ্লেষণ কর ৪

 উত্তৰযাত্রা > বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

୧ ଏ ୨ ରୁ ୩ ଏ ୪ ସା ୫ ଏ

উচ্চমন্ত্রীর সূচনালী প্রশ্ন